ই-অগ্রণী দর্পণ

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ডিসেম্বর ২০১৯

অগ্রণী পরিক্রমা

অর্থনীতি

বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি

সাহিত্য ও সংস্কৃতি

স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া

ফটো গ্যালারি

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড
Agrani Bank Limited

Committed to serving the nation

website : www.agranibank.org

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড

পরিচালনা পর্ষদ

ড. জায়েদ বখ্‌ত
চেয়ারম্যান

মাহমুদা বেগম
পরিচালক

কাশেম হুমায়ূন
পরিচালক

মো. আনছার আলী খান
পরিচালক

ড. মো. ফরজ আলী
পরিচালক

কেএমএন মঞ্জুরুল হক লাবলু
পরিচালক

খোন্দকার ফজলে রশিদ
পরিচালক

আব্দুল মান্নান
পরিচালক

মোহম্মদ শামস্‌-উল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও

ই-অগ্রণী দর্পণ

প্রধান উপদেষ্টা

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও

উপদেষ্টা

মো. ইউসুফ আলী
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মো. আনিসুর রহমান
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মো. রফিকুল ইসলাম
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

নিজাম উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী
উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

প্রধান সম্পাদক

শেখর চন্দ্র বিশ্বাস
মহাব্যবস্থাপক

সম্পাদক

আল আমিন বিন হাসিম
সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার

ই-অগ্রণী দর্পণ সম্পাদনা টিম

মো. মাহমুদুল হক
প্রিন্সিপাল অফিসার

মো. সোহান মন্ডল
প্রিন্সিপাল অফিসার

মোহাম্মদ শাকির হোসেন খান
প্রিন্সিপাল অফিসার

সঞ্চিতা শুচি
প্রিন্সিপাল অফিসার

এএইচএম জহিরুল ইসলাম
সিনিয়র অফিসার

প্রকাশনায় : অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, স্পেশাল স্টাডি সেল, প্রধান কার্যালয়, আলামিন সেন্টার, ২৫/এ দিলকুশা, ঢাকা ১০০০।
ফোন : +৮৮ ০২-৯৫১৫২৮৫, ই- মেইল : ssc@agranibank.org ওয়েব : www.eagranidarpon.org

সূচীপত্র

অগ্রণী পরিক্রমা	
১। অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড-এর অঞ্চল ও কর্পোরেট শাখা প্রধান সম্মেলন ২০১৯	৭
২। ১২তম বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্তে অগ্রণী ব্যাংকে উৎসাহের জোয়ার	৮-৯
৩। বঙ্গবন্ধু কর্নার: নন্দিত উদ্ভাবন গ্রন্থটি ইতিহাসের পাতায় একটি আলোকিত উদ্যোগ	১০-১১
৪। অগ্রণী ব্যাংক পরিবার: মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা শীর্ষক বইয়ের মোড়ক উন্মোচন	১২-১৩
৫। দেশসেরা ব্যাংকার মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা	১৪-১৫
৬। সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আহরণের স্বীকৃতি পেল অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	১৬
৭। মতিঝিলে অগ্রণী ব্যাংক মোহাম্মদ হোসেন ভবন	১৭
৮। সৃজনশীল ব্যাংকিং এর নতুন ধারার কর্মসূচি: টাউন হল মিটিং, মিট দ্য বরোয়ার	১৮-২০
৯। মালয়েশিয়ায় অগ্রণী রেমিট্যান্স হাউজের ১৪ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান	২০
১০। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের বিশেষ কর্মসূচী ২০১৯	২১
১১। তথ্য ব্যবস্থাপনায় অগ্রণী ব্যাংকের তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি	২২
১২। অগ্রণী'র শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৮-২০১৯	২২
১৩। সাফল্য সংবাদ	২৩
১৪। ২০১৯ সালে অগ্রণী পরিবারের যারা মৃত্যুবরণ করেছেন	২৪-২৫
১৬। অগ্রণী ব্যাংকে বিশ্ব নারী দিবস ২০১৯ উদ্‌যাপন	২৬
১৭। অগ্রণী ব্যাংকের আরও ৪টি নতুন শাখা উদ্বোধন	২৭
১৮। অগ্রণী ব্যাংক ও বাংলাদেশ আরকাইভস এন্ড রেকর্ডস ম্যানেজমেন্ট সোসাইটি (BARMS) এর পরামর্শ সভা	২৮-২৯
১৯। ব্যাংকিং সেক্টরে এক বিরল ও মহতী উদ্যোগ, সিরাজগঞ্জে অগ্রণীয়ানদের ধানকাটা উৎসব	৩০
২০। অগ্রণী-র সংক্ষিপ্ত সংবাদ	৩১-৩৫
অর্থনীতি	
১। বাংলাদেশে চামড়া শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা: অগ্রণী ব্যাংকের অর্থায়ন ভাবনা	৩৭-৩৮
২। বিশ্ব অর্থনীতিতে যুক্তরাষ্ট্র-চীনের চলমান বাণিজ্যযুদ্ধের প্রভাব: বাংলাদেশের করণীয়	৩৯-৪০
৩। ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ২৭টি ব্যাংককে কমিয়ে ১২টিতে একীভূতকরণ	৪০
বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি	
১। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট থেকে ব্যাংকিং সুবিধা এবং অন্যান্য সুবিধা গ্রহণ	৪২-৪৩
সাহিত্য ও সংস্কৃতি	
১। অগ্রণী ব্যাংক নিয়ে বরেণ্যে কবি অসীম সাহা-র লেখা ছড়া	৪৩
২। কবিতা	৪৪
৩। অনুগল্প	৪৫
৪। কৌতুক	৪৫
৫। ব্যাংকিং রম্য	৪৬
স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া	
১। অগ্রণী ব্যাংকে নবগঠিত তায়কোয়নদো টিম এর স্বর্ণপদক অর্জন	৪৮-৪৯
২। ঢাকা প্রথম বিভাগ টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০১৯-'২০ এর চ্যাম্পিয়ন অগ্রণী ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব	৪৯
৩। অগ্রণী ব্যাংকের প্রধান শাখায় কর্পোরেট স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচী পালিত	৪৯
ফটো গ্যালারি	
১। ফটো গ্যালারি	৫১-৫৬

সম্পাদকীয়

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড-এর বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম ব্যাংকে অনেক উদ্ভাবনী ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে বঙ্গবন্ধু কর্নার, প্রধান কার্যালয়ে এল আর সরকার এক্সিকিউটিভ ফ্লোর স্থাপন, মতিঝিলে অগ্রণী ব্যাংক মোহাম্মদ হোসেন ভবন নির্মাণ, সারাদেশে টাউন হল মিটিং আয়োজন, ব্যাংকের নিজস্ব মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিকথা নিয়ে গ্রন্থ প্রকাশ ইত্যাদি বাস্তবায়িত হয়েছে। তার উদ্ভাবিত বঙ্গবন্ধু কর্নার ভাবনাটি আজ জাতীয় পর্যায়ে সমাদৃত। শাহবাগে নির্মিতব্য অগ্রণী ব্যাংক বঙ্গবন্ধু ভবন এবং অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়ন ও আরকাইভস গঠনের কাজ চলমান রয়েছে। ই-অগ্রণী দর্পণ প্রকাশ তার আরেকটি উদ্ভাবনী চিন্তার ফসল।

ই-অগ্রণী দর্পণ প্রকাশের লগ্নে হাবিব ব্যাংক এর We পত্রিকা, অগ্রণী ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত অগ্রণী দর্পণ এবং Economic Newsletter - এই ৩টি পত্রিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। We পত্রিকার নামকরণ করা হয়েছিল West Pakistan এর W এবং East Pakistan এর E আদ্যাক্ষর নিয়ে যার বিষয়বস্তুতে ছিল হাবিব ব্যাংকের নিজস্ব খবরাখবর, পাকিস্তানের এবং বিশ্ব অর্থনীতির বাছাইকৃত খবর, সরকারের ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিমালা, নিবন্ধ, কৌতুক ইত্যাদি। We পত্রিকায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্পায়ন এবং অর্থনীতির খবর এমনভাবে থাকতো যা আমানত সংগ্রহ ও ঋণ প্রদানের খাতসমূহ চিহ্নিত করতে সহায়ক হতো। পত্রিকাটিতে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ বন্দর যেমন - চট্টগ্রাম, করাচী, বোম্বে, নয়াদিল্লী, লন্ডন,আঙ্কারা, মস্কো, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, জাকার্তা, কুয়ালালামপুর, সিংগাপুর, টোকিও, পিকিং ইত্যাদির ব্যবসা বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য সংবাদ থাকতো যা ব্যাংকের আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় সহায়ক হতো। পাঠককে আনন্দ দিতে কৌতুক এবং আগ্রহী করতে জ্ঞানভিত্তিক তথ্য ও লেখা থাকতো।

অগ্রণী ব্যাংকে সেপ্টেম্বর ১৯৭৯ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত অগ্রণী দর্পণ নামে বাংলায় এবং জানুয়ারি ১৯৮০ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত ইংরেজিতে Economic Newsletter নামে দু'টি ঘরোয়া ত্রৈমাসিক পত্রিকা মুদ্রিত হতো। দেশবরেণ্য ব্যাংকার খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদ পত্রিকা দু'টির জন্মলগ্ন থেকে দীর্ঘদিন প্রধান সম্পাদক ছিলেন। ২০১০ থেকে ২০১২ সালের আগস্ট পর্যন্ত Economic Newsletter হার্ডকপিতে না হয়ে অনলাইনে ব্যাংকের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হতো। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে অগ্রণী দর্পণের একটিমাত্র সংখ্যা বের হয়েছিল। অগ্রণী দর্পণে ব্যাংকের সচিত্র সংবাদ এবং অগ্রণী পরিবারের সদস্যদের লেখা ছাপা হতো। Economic Newsletter এর প্রতিপাদ্য ছিল বাংলাদেশ ও বিশ্ব অর্থনীতির নির্বাচিত খবরের সারাংশ এবং ব্যাংকিং। We, অগ্রণী দর্পণ এবং Economic Newsletter ব্যাংকের নিজস্ব ইভেন্টের প্রচারণার পাশাপাশি ব্যাংকের ব্যবসা উন্নয়ন বা অগ্রগতির দিক-নির্দেশকের ভূমিকা পালন করতো। অগ্রণী দর্পণ এবং Economic Newsletter পত্রিকা দু'টির প্রকাশ বহু বছর ধরে বন্ধ ছিল। বর্তমান এমডি এবং সিইও মহোদয় অগ্রণী দর্পণ নতুন করে এবং নতুন অবয়বে ইলেক্ট্রনিক্যালি প্রকাশের জন্য নির্দেশনা দেন যার ফসল বর্তমান ই-অগ্রণী দর্পণ।

কালের পরিক্রমায় এবং যুগের চাহিদার নিরিখে ই-অগ্রণী দর্পণ প্রাতিষ্ঠানিক প্রচারের পাশাপাশি গবেষণাধর্মী ও মূল্যায়ণধর্মী হবে। এর প্রধান প্রতিপাদ্য হবে অগ্রণী ব্যাংকের সংবাদ ও চিত্র। ব্যাংকের তথ্য/উপাত্তের ব্যাখ্যা ও বর্ণনা থাকবে যা ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে ইঙ্গিতবহ হবে। ই-দর্পণ দেশ-বিদেশের চলমান অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এর উপর গবেষণাধর্মী লেখা ছাপবে যা ব্যাংকের ভবিষ্যৎ অগ্রগতির জন্য দিক-নির্দেশনামূলক হবে। দেশের অর্থনীতির নির্বাচিত খবরগুলো ব্যাংকের ঋণ ও অগ্রীমের খাত সমূহের উন্নীতকরণে উপকারী হবে এবং ভবিষ্যৎ বিনিয়োগের জন্য সহায়ক ও সুপারিশমূলক হবে। বিশ্ব অর্থনীতির ছেঁকে আনা খবর ব্যাংকের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধিতে তথ্যবহুল ও উপযোগী হবে।

ই-অগ্রণী দর্পণে ব্যাংকিং, ইতিহাস, জ্ঞান, বিজ্ঞান, তথ্যপ্রযুক্তি, শিল্প, সাহিত্য, স্বাস্থ্য, খেলাধুলা, কৌতুক ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত হবে যা পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে বসে পাঠ করে পাঠকের আগ্রহ ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে। অগ্রণী পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে লেখা, ছবি ও পরামর্শ আহ্বান করা যাচ্ছে যা পত্রিকাটির কলেবর ও গুণগতমান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। সবাইকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা।

ই-অগ্রণী দর্পণ

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ডিসেম্বর ২০১৯

অগ্রণী পরিক্রমা

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর অঞ্চল ও কর্পোরেট শাখাপ্রধান সম্মেলন ২০১৯ এর ফটোসেশন *আলোকচিত্র- খন্দকার মফিজুল ইসলাম*

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড -এর অঞ্চল ও কর্পোরেট শাখা প্রধান সম্মেলন ২০১৯

বিগত বছরে ব্যাংকের ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের অর্জনসমূহের পর্যালোচনা, মূল্যায়ন এবং সফলতা ও ব্যর্থতার নিরিখে ২০১৯ সালের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, ব্যবসার পরিধি বৃদ্ধি, গতিশীলতা আনয়ন ও সমস্যাদি দূরীকরণ পূর্বক মাঠ পর্যায়ের এবং নিয়ন্ত্রণকারী নির্বাহীদের উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে ১৪ মার্চ ২০১৯ তারিখে হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টাল এর গ্রান্ড বল রুমে ব্যাংকের অঞ্চল ও কর্পোরেট শাখাপ্রধান সম্মেলন আয়োজন করা হয়। এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল - 'অবিরত অগ্রযাত্রায় অগ্রণী ব্যাংক'।

সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন মাননীয় গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পর্ষদের পরিচালকবৃন্দ এবং পর্যবেক্ষক, বাংলাদেশ ব্যাংক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম।

সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, এমপি

সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির

সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছেন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত

অঞ্চল ও কর্পোরেট শাখাপ্রধান সম্মেলনের অতিথিবৃন্দ

বাম দিক থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি যুগ্মসচিব বেগম কামরুন নাহার সিদ্দীকা, পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

আলোকচিত্র- খন্দকার মফিজুল ইসলাম

১২তম বার্ষিক সাধারণ সভার সিদ্ধান্তে অগ্রণী ব্যাংকে উৎসাহের জোয়ার

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ১২তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের বোর্ড রুমে ২২ আগস্ট ২০১৯ বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত সভাপতিত্ব করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের যুগ্মসচিব বেগম কামরুন নাহার সিদ্দীকা। সভায় ব্যাংকের পরিচালকবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও ছাড়াও বিগত বছরের অডিট ফার্মদ্বয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১২ তম বার্ষিক সাধারণ সভার উপস্থিতি

বার্ষিক সাধারণ সভা গত ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ সমাপ্ত বছরের জন্য ব্যাংকের নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং ২০১৯ সালের জন্য ব্যাংকের বহিঃ নিরীক্ষক হিসেবে এ কাসেম এন্ড কোং এবং মসিহ মুহিত হক এন্ড কোং চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস ফার্মদ্বয়কে নিয়োগের অনুমোদন দেয়।

সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখছেন ড. জায়েদ বখ্‌ত

সভার শুরুতে মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম ব্যাংকের ২০১৮ সালের পারফরম্যান্স নিয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তুলে ধরেন। বক্তৃতায় তিনি উল্লেখ করেন যে, মোট সম্পদের পরিমাণ ২০১৭ সালে ছিল ৬৭,৩৯২ কোটি যা ২০১৮ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৭৮,৯১৫ কোটি, অর্থাৎ মোট সম্পদের পরিমাণ ১১,৫২৩ কোটি টাকা বা ১৭% বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮ সালে মোট ঋণ ও অগ্রীম এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৯,৫৭৫ কোটি যা ২০১৭ সালে ছিল ৩১,৯১২ কোটি। মোট আমানত ২০১৮ সালে ছিল ৬২,১৯৩ কোটি যা ২০১৭ সালে ছিল ৫৩,০৩৫ কোটি টাকা।

বিগত বছরের তুলনায় অপারেটিং মুনাফা ২.৩৬% বেশী হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড সর্বোচ্চ পরিমাণ রেমিট্যান্স আহরণ করে যা গত বছরের তুলনায় ২০% অধিক অর্থাৎ ২,০৭৫ কোটি টাকা বেশি এবং এর মোট পরিমাণ ১২,৬৮০ কোটি টাকা। নিম্নে ২০১৪ সাল থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত বিগত ৫ বছরে ব্যাংকের আমানত, ঋণ ও অগ্রীম, টোটাল এ্যাসেট এবং অপারেটিং মুনাফার ৪টি পৃথক তথ্য সারণি দেয়া হল।

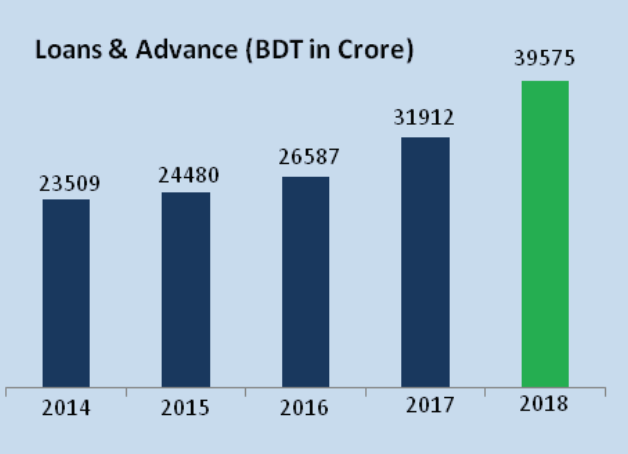

বিগত ৫ বছরের ঋণ ও অগ্রীম এর তথ্যচিত্র

বিগত ৫ বছরের পরিচালন মুনাফা এর তথ্যচিত্র

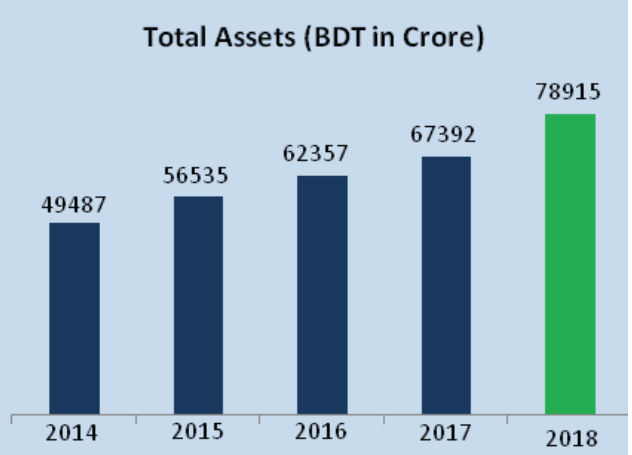

বিগত ৫ বছরের মোট সম্পদ এর তথ্যচিত্র

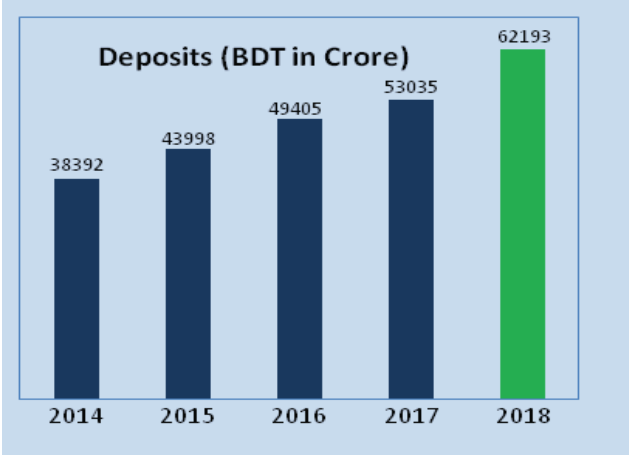

বিগত ৫ বছরের আমানত এর তথ্যচিত্র

যুগ্মসচিব বেগম কামরুন নাহার সিদ্দীকা আগামী দিনে ব্যাংকের উন্নতির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে অবিচ্ছিন্ন ও সুচিন্তিত সমর্থন প্রদানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। বিগত বছরে সফল প্রচেষ্টার জন্য তিনি পরিচালনা পর্ষদ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের প্রশংসা করেন। সুশাসন, স্বচ্ছতা, নন-পারফরমিং ঋণ ব্যবস্থাপনা, জবাবদিহিতা এবং নৈতিক মূল্যবোধ দিয়ে ব্যাংক তার সকল সমস্যার সমাধান করতে পারে এবং ক্রমাগত উন্নতি লাভ করতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন।

পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং সাধারণ সভার সভাপতি ড. জায়েদ বখ্‌ত ব্যাংকের সামগ্রিক পারফরম্যান্সে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং আগামী দিনে আরও ভালো করার জন্য তার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রতিবেদক- মোহাম্মদ শাকির হোসেন খান, পিও

অগ্রণী ব্যাংকের ষষ্ঠ তলায় স্থাপিত বঙ্গবন্ধু কর্নার। ২০১০ সালে যার উদ্ভাবক মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

বঙ্গবন্ধু কর্নার: নন্দিত উদ্ভাবন ইতিহাসের পাতায় একটি আলোকিত উদ্যোগ

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্ম নিয়ে সংকলিত বঙ্গবন্ধু কর্নার : নন্দিত উদ্ভাবন শীর্ষক গ্রন্থের প্রকাশনা অনুষ্ঠান হয়ে গেল ৩১ জুলাই ২০১৯ তারিখে বাংলা একাডেমির আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তনে। অনুষ্ঠানটি অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এবং রংধনু প্রকাশনা লিমিটেড এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক বিষয়ক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব মো. আসাদুল ইসলাম, একুশে পদকে ভূষিত কবি ও ঔপন্যাসিক অসীম সাহা। সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের সম্মানিত চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত, শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এবং বঙ্গবন্ধু কর্নার এর উদ্ভাবক মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। অনুষ্ঠানটির সঞ্চালক ছিলেন বিশিষ্ট আবৃত্তি শিল্পী আহকাম উল্লাহ।

বঙ্গবন্ধু কর্নার: নন্দিত উদ্ভাবন গ্রন্থটিকে মোট ৫টি বিভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রথমাংশে নন্দিত উদ্ভাবন সম্পর্কে দেশের বিশিষ্টজনদের অভিমত, ব্যাংকের চেয়ারম্যানের শুভেচ্ছা বাণী এবং ভূমিকায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর বক্তব্য রয়েছে। দ্বিতীয়াংশে রয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনপঞ্জি। তৃতীয়াংশে বঙ্গবন্ধু কর্নার নিয়ে পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ সমূহ। চতুর্থাংশে রয়েছে বিশিষ্ট দর্শনার্থী মুখরিত বঙ্গবন্ধু কর্নার এর আলোকচিত্র। সব শেষে জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান কর্তৃক বঙ্গবন্ধু কর্নার ও অগ্রণী ব্যাংক প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন সংক্রান্ত অভিমত।

যেই মানুষটির জন্য আমরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেই, সেই মানুষটি হচ্ছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। কর্পোরেট পরিমন্ডলে তথা জনমানুষের মাঝে জাতির পিতার চেতনা, আদর্শ ও স্বপ্ন ছড়িয়ে দেয়ার মানসে এবং তার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এই মহতি কাজটি করেছেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এবং দর্শনকে বুকে লালন করে এই স্বাপ্নিক ব্যাংকার অগ্রণী ব্যাংকের মৌলভীবাজার অঞ্চলে ২০১০ সালে নিজ উদ্যোগে স্থাপন করেন বঙ্গবন্ধু কর্নার। পরে তিনি আনসার-ভিডিপি ব্যাংকের এমডি হয়ে বিস্তৃত পরিসরে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আরেকটি বঙ্গবন্ধু কর্নার গড়ে তোলেন। তবে তার উদ্যোগে গড়ে ওঠা সবচেয়ে সমৃদ্ধ বঙ্গবন্ধু কর্নার হলো অগ্রণী ব্যাংকেরটি। এখানে রয়েছে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে লেখা প্রায় ৪০০টি বই, বঙ্গবন্ধুর তিনটি ছবির এ্যালবাম, বঙ্গবন্ধুর একটি বড় ছবি এবং ১১৭ কেজি ওজনের একটি ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য। উল্লেখ্য, অগ্রণী ব্যাংকের যেসব শাখার নিজস্ব ভবন আছে, সেখানেও পর্যায়ক্রমে বঙ্গবন্ধু কর্নার গড়ে তোলা হবে।

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের এই স্বপ্ন ইতোমধ্যে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ছে। সরকার দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এছাড়া অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকসহ বিদেশের দূতাবাসেও এর বিস্তার ঘটছে। অনেক কর্পোরেট হাউস বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে। ইতোমধ্যে নরসিংদীর ছয়টি উপজেলার ১ হাজার ১৪০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গড়ে তোলা হয়েছে বঙ্গবন্ধু কর্নার। অন্য জেলাগুলোতেও এ উদ্যোগ নিয়ে কাজ চলছে। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনসহ অন্যান্য জায়গায়ও এর বিস্তার ঘটেছে।

প্রকাশনা অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এইচ টি ইমাম তার বক্তব্যে বলেন, মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম যে কাজটি করেছেন সেটা অত্যন্ত ভালো এবং উদ্ভাবনীমূলক। সত্যিই এটি একটি নন্দিত উদ্ভাবন। আশা করি তার পদাংক অনুসরণ করে অন্যরাও এ কাজটি বাস্তবায়ন করবে। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এক ও অভিন্ন। স্বাধীনতার উষালগ্নে বাংলাদেশকে কেউ চিনত না কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে সবাই চিনতো। বঙ্গবন্ধুকে সবসময় আমাদের মনে রাখতে হবে, তার চেতনা ও আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ করতে হবে।

বঙ্গবন্ধু প্রেমিকদেরকে বঙ্গবন্ধু কর্নারের মতো আরও নতুন ও অনন্য উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। এরপরে তিনি মুজিবনগর সরকারের স্মৃতিচারণ করেন এবং স্বাধীনতার পরে ৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক কি প্রেক্ষাপটে গঠিত হয় এবং এগুলোর নামকরণ কিভাবে করা হয় তার ব্যাখ্যা দেন। অনুষ্ঠানে অগ্রণী ব্যাংকের পরিচালক কাশেম হুমায়ূন তাঁর বক্তব্যে রাজনৈতিক ইতিহাস এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকার উপর আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনে আমরা তিনটি অংশ দেখতে পাই। একটি ১৯৪৭ এর আগে ব্রিটিশ আমল, অন্যটি ১৯৪৭ এর পরে এবং বাকিটি স্বাধীনতা পরবর্তীকালে। ভাষা আন্দোলন, স্বাধীকার আন্দোলন', ১৯৬৮-'৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান প্রত্যেকটি আন্দোলন সংগ্রামেই বঙ্গবন্ধুর অবদান ছিল। এ রকম একজন মহান নেতাকে সম্মান দেখিয়ে অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের এই উদ্যোগের তিনি প্রশংসা করেন এবং বলেন যে সরকারও সেটাকে মডেল হিসেবে নিয়েছে। তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ ও লালন করলেই কেবল জাতির উন্নতি সম্ভব বলে মন্তব্য করেন। তিনি সৃজনশীলতার চর্চাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য গুরুত্বারোপ করেন।

মোড়ক উন্মোচন করছেন ডান থেকে কাশেম হুমায়ূন, মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম, কবি অসীম সাহা, এইচ টি ইমাম, ড. জায়েদ বখ্‌ত, বইটির প্রকাশক, অনুষ্ঠান উপস্থাপক *-আলোকচিত্র: খন্দকার মফিজুল ইসলাম*

একুশে পদক প্রাপ্ত বিশিষ্ট কবি অসীম সাহা গ্রন্থটি সম্পর্কে বলেন, বইটি যখন হাতে পেলাম, তখন এক চমৎকার অনুভূতি ভেতরে ভেতরে কাজ করতে লাগলো। এমন একটি নান্দনিক ও সৃজনশীল গ্রন্থ অগ্রণী ব্যাংকের মতো একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করতে পারে আমি তা ভাবতেও পারিনি। বইটি হাতে নিয়ে, এর সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরে তিনি খুব গৌরববোধ করেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. জায়েদ বখ্‌ত বলেন, আমি শুরু করব একটা প্রশ্ন দিয়ে। কেন বঙ্গবন্ধু কর্নার এবং এটাকে নান্দনিক বলা যায় কিনা? প্রথম কারণ হচ্ছে বঙ্গবন্ধুকে জানা এবং বোঝার আমাদের এখনও অনেক বাকি। তাই তাকে জানা এবং তাকে আরও ভালো করে বোঝার জন্য দরকার তার আত্মজীবনী, তার কর্মজীবন পাঠ করা এবং সেজন্য দরকার বঙ্গবন্ধু কর্নার -এর। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, বাঙালি বড় মনভোলা। খুব সহজেই আমরা ভুলে যাই। সুতরাং আমাদের যেটা দরকার সেই আত্মপ্রত্যয়ী দীপ্তিটা সমুজ্জ্বল রাখা এবং সেটার জন্যই বঙ্গবন্ধুর চর্চা করা, সেটার জন্যই বঙ্গবন্ধু কর্নার। তৃতীয় কারণ হচ্ছে নতুন প্রজন্ম। তিনি বলেন অবশ্যই বঙ্গবন্ধু কর্নার একটি নন্দিত উদ্ভাবন এবং সেজন্য আমি আশা করব এই আইডিয়া, এই কনসেপ্ট দেশের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ুক এবং সবাই বঙ্গবন্ধুর জীবনী পড়ে উদ্বুদ্ধ হোক, অনুপ্রাণিত হোক।

বঙ্গবন্ধু কর্নারের উদ্ভাবক মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম তার শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন, বঙ্গবন্ধু কর্নারের ভাবনাটি ছোট একটি ধারনা থেকে এসেছে। পাকিস্তান আমলের হাবিব ব্যাংককে স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু নাম দিলেন অগ্রণী ব্যাংক। সেই অগ্রণী ব্যাংকে আমি যখন জেনারেল ম্যানেজার হলাম তখন আমার ধারনা হলো, হাবিব ব্যাংক থাকলে আমি তো সর্বোচ্চ এজিএম হতে পারতাম। এই যে জিএম হলাম এটা কার জন্য? এই দেশটা হয়েছে কার জন্য? দেশটা হয়েছে জাতির জনকের জন্য। এজন্য তার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানানো দরকার। ভাবছি কিভাবে জানাবো। তখনই আইডিয়া এলো, যদি কোনো একটি জায়গায় বসে বঙ্গবন্ধুর চর্চা করা যায় -এই আইডিয়া থেকেই কিন্তু বঙ্গবন্ধু কর্নার।

অগ্রণী ব্যাংকের ষষ্ঠ তলায় অবস্থিত বঙ্গবন্ধু কর্নার -এ বঙ্গবন্ধু সম্পর্কিত বিভিন্ন বই, ছবিসহ নানা উপাদান রয়েছে। এখানে একজন মানুষ বা দর্শনার্থী কিছু সময় কাটিয়ে বঙ্গবন্ধুর ওপর রচিত বই পড়ে তার জীবন, ব্যক্তিত্ব, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বোধ ও দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। বাংলাদেশ আর বঙ্গবন্ধু পরস্পর অবিচ্ছেদ্য দুটি শব্দ। তাই এখানে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কেও নানা তথ্য সংরক্ষিত আছে।

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এর উদ্ভাবিত বঙ্গবন্ধু কর্নার ধারনাটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি জানতে পেরে তার সহকর্মী এবং নেতা কর্মীদের সাথেও বঙ্গবন্ধু কর্নার কনসেপ্টটি নিয়ে শেয়ার করেছেন। দেশবরেণ্য ব্যক্তিবর্গ যথা- বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমীন চৌধুরী, জাতীয় অধ্যাপক ড. আনিসুজ্জামান, প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম এবং অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মশিউর রহমান, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর বর্তমান চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত সহ অনেক রাজনৈতিক ও বিশিষ্ট নাগরিকগণ কর্তৃক বিষয়টি প্রশংসিত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বঙ্গবন্ধু কর্নার এর ওপর অনেক প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে।

প্রতিবেদক- মোহাম্মদ শাকির হোসেন খান, পিও

অগ্রণী ব্যাংক পরিবার: মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা বইয়ের মোড়ক উন্মোচনের পরে বই হাতে অতিথিবৃন্দ

আলোকচিত্র- খন্দকার মফিজুল ইসলাম

বইয়ের মোড়ক উন্মোচন
অগ্রণী ব্যাংক পরিবার: মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা

পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক ভূখন্ড যাদের অপরিসীম আত্মত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে তারা হচ্ছেন এ জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ। যতোদিন বাংলার আকাশে সূর্যোদয় হবে ততোদিন বাঙালি জাতি তাদের অবদানকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে। দেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিকথা নিয়ে খুব কম কাজ হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের ইতিহাস সংরক্ষণ করার জন্য অগ্রণী ব্যাংক এই বিরল উদ্যোগটি নিয়েছে। এটা জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতি অগ্রণী ব্যাংকের সম্মাননা স্মারক। উদ্ভাবনী চিন্তার অধিকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম ব্যাংকের জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের ১৯৭১ এর যুদ্ধকালীন স্মৃতি নিয়ে একটি গ্রন্থ সংকলনের জন্য উপ-মহাব্যবস্থাপক আবু হাসান তালুকদারকে নির্দেশনা প্রদান করেন। কর্পোরেট আবহে এ ধরণের সৃজনশীল কাজ করে অভূতপূর্ব ও প্রশংসিত একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো অগ্রণী ব্যাংক।

গত ১৯ আগস্ট নান্দনিক এ গ্রন্থটির মোড়ক উম্মোচন করা হয় জাতীয় যাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনয়াতনে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আ.ক.ম মোজাম্মেল হক, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান, এমপি। সম্মানিত অতিথি ছিলেন পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত, পরিচালক কাশেম হুমায়ূন ও মো. আনছার আলী খান এবং এমডি ও সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম।

বইয়ের বিষয়বস্তু

বইটির বিভিন্ন অধ্যায়ে রয়েছে বাংলাদেশের ইতিবৃত্ত, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ, ড. জায়েদ বখ্‌ত পরিবার: একাত্তরের অবরুদ্ধ দিনগুলি, মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম : স্মৃতি ৭১, অগ্রণীর ১৩৮ জন মুক্তিযোদ্ধার যুদ্ধকালীন রোমাঞ্চকর স্মৃতিকথা ইত্যাদি। এছাড়াও রয়েছে দেশের খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা, মুক্তিযোদ্ধাদের ফটো অ্যালবাম ইত্যাদি। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮১৬ এবং মূল্য ধরা হয়েছে ১,০০০ টাকা।

আ.ক.ম মোজাম্মেল হক, এমপি

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী আ.ক.ম মোজাম্মেল হক, এমপি বলেন, দেশের কোন প্রতিষ্ঠান

এভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানিত করেছে সেটা আমার জানা নেই। এই প্রতিষ্ঠানের মুক্তিযোদ্ধাদের বক্তব্য রের্কড করে বিশাল কলেবরে বই প্রকাশ করার উদ্যোগটা প্রশংসনীয়। ব্যক্তিগতভাবে মুক্তিযুদ্ধের অনেক স্মৃতিচারণ হয়েছে, কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এরকম কোথাও হয়নি। এক্ষেত্রে অগ্রণী ব্যাংক পথিকৃৎ হয়ে থাকবে। তাই এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টদেরকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই। আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সম্মানিত বোধ করছি। এটা আমারও সম্মান মনে করি।

ডাক্তার মুরাদ হাসান, এমপি

বিশেষ অতিথি মাননীয় তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার মুরাদ হাসান এমপি, তার ভাষণে বলেন, যারা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নির্দেশে এবং নেতৃত্বে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে এনেছিলেন, সেই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিকথা নিয়ে লিখিত এই অসাধারণ উদ্যোগটি অগ্রণী ব্যাংক গ্রহণ করেছে এজন্য অভিনন্দন। এ বইয়ের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের যে স্মৃতিকথা এদেশের মানুষ বিশেষত নতুন প্রজন্ম, যারা আগামী দিনের বাংলাদেশকে গড়বে তাদের জন্য একটি স্থায়ী রের্কড, একটি অমূল্য দলিল হয়ে থাকবে।

ড. জায়েদ বখ্‌ত

অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. জায়েদ বখ্‌ত বলেন, বাঙালি জাতির জন্য যে কয়টি গর্ব করার বিষয় আছে তার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে সবচে' মূল্যবান সম্পত্তি। আইয়ুব খান তার ফ্রেন্ডস নট মাস্টার্স বইটাতে লিখেছিলেন, বাঙালি যুদ্ধ করতে জানে না। তাই পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনীতে বাঙালিদের নেয়া হতো না কিংবা খুব কম নেয়া হতো। '৪৭ থেকে '৭১ যে বঞ্চনার শিকার তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান হয়েছিল, সেগুলো বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু যখন তারা আমাদেরকে দাবায়া রাখার চেষ্টা করল, যখন বঙ্গবন্ধু স্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, আমাদেরকে আর দাবায়া রাখতে পারবা না, সেই দিন বাঙালির ইগোটা নড়ে উঠল। এটা আমাদের সম্পদ, এটা আমাদের ধরে রাখতে হবে। অন্যদিকে আমাদের বড় দুর্বলতা হচ্ছে, আমাদের স্মৃতি খুব দুর্বল। আমরা আমাদের চেতনাটা ধরে রাখতে পারি না। এজন্য প্রয়োজন মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে প্রজ্জ্বলিত করে রাখা, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে রোমন্থন করা, তাহলে আমাদের ইগোটা নাড়া খাবে, তখন আমাদের চেতনাটা প্রজ্জ্বলিত হবে। এই যে চেতনাকে প্রজ্জ্বলিত রাখতে হবে সেটার প্রথম ধাপে টেক্সটগুলোকে এক জায়গায় আনতে হবে। এই জিনিসটি করার জন্য অগ্রণী ব্যাংকের পক্ষ থেকে যে উদ্যোগটা নেয়া হয়েছে আমি সেটাকে সাধুবাদ জানাই। আমরা একটা স্টেপ এগিয়ে গেলাম ।

কাশেম হুমায়ূন

ব্যাংকের পরিচালক এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক কাশেম হুমায়ূন বলেন, ব্যাংকের মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধকালীন যে স্মৃতিকথা লেখা হয়েছে, আগামী প্রজন্মের জন্য এটা একটা বিরাট ইতিহাস হয়ে থাকবে। বইটি গ্রন্থনা করে অগ্রণী ব্যাংক অত্যন্ত মূল্যবান একটি কাজ করেছে। ব্যাংকের অবশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিকথা নিয়ে বইটির দ্বিতীয় সংখ্যা দেরি না করে বের করা উচিৎ। কেননা, মুক্তিযোদ্ধাদের অনেক বয়স হয়েছে, তাঁরা পরপারে চলে গেলে তাঁদের সাক্ষাৎকার নেয়ার আর সুযোগ থাকবে না।

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

গ্রন্থের মূল পরিকল্পনাকারী ও নির্দেশক ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম বলেন, সম্মানিত বীর মুক্তিযোদ্ধা, যাদের জন্য এই দেশ, যাদের জন্য আজকের এই আয়োজন, তাদের জন্য সামান্যতম একটা কিছু করতে পেরে আমরা সম্মানিত বোধ করছি। বইটার সেকেন্ড এডিশন হবে। এটা স্ক্যানিং হবে। আমরা মুক্তিযোদ্ধা মন্ত্রণালয় থেকে এক্সপার্ট নেবো, ইতিহাস বিষয়ক এক্সপার্ট নেবো। এভাবে সব ঘটনা ইতিহাসের দলিল হয়ে যাবে। আমরা দেখবো বইটিতে মনগড়া কিছু আছে কিনা এবং একটা সুন্দর স্ক্যানিং এর মধ্যেই কিন্তু এটা ইতিহাসের দলিল হয়ে থাকবে। আমরা এগোচ্ছি। আপনারা আমাদের সাপোর্ট দিন। আমরা আরো স্মৃতিকথা চাই, রণাঙ্গনের কথা জানতে চাই। নিশ্চয় আমরা এর দ্বিতীয় খন্ড বের করবো। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে জানতে হবে। তাই আসুন, সমালোচনার জন্য সমালোচনা না করে আপনারা আন্তরিকতা দিয়ে আমাদের সাহায্য করুন। এ বই প্রকাশে আমাদের আন্তরিকতার কোন ত্রুটি নাই। আমরা মনে মনে সর্বশক্তি দিয়েছি যাতে এটাতে কোন ধরণের ভুল না হয়। তারপরও ভুল থাকবেই। আসুন আমরা সবাই মিলে আরও পরিশীলিত, পরিমার্জিত একটা বই প্রকাশ করি।

সুকান্তি বিকাশ সান্যাল

মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মহাব্যবস্থাপক সুকান্তি বিকাশ সান্যাল। তিনি বলেন, খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছি। কোন ভুল ত্রুটি থাকলে এর একজন অর্গানাইজার হিসেবে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য আপনাদের কাছে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। তিনি মাননীয় অতিথিবৃন্দ এবং সমবেত বীর মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ সহ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

'অগ্রণী ব্যাংক পরিবার: মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা' বইয়ের সংকলক আবু হাসান তালুকদার, প্রকাশক আলাউদ্দিন আল আজাদ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। আমন্ত্রিত অগ্রণী ব্যাংকের প্রাক্তন নির্বাহী ও বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধাগণের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এ জেড এম সাদেকুর রহমান খান, মো. এনামুল হক, শামসুল হোসেন, মো. হেলাল উদ্দিন, মো. ইদ্রিস আলী মিয়া প্রমুখ।

প্রতিবেদক- এ এইচ এম জহিরুল ইসলাম, এসও ।

দেশসেরা ব্যাংকার মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিচ্ছেন পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত

দেশসেরা ব্যাংকার ও বঙ্গবন্ধু কর্নারের উদ্ভাবক মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামকে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর এমডি এবং সিইও হিসেবে ৩ বছরের জন্য পুনরায় নিয়োগ দেয়ায় ব্যাংকের সর্বস্তরের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাঝে স্বস্তি এবং আনন্দের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে । এ উপলক্ষ্যে ব্যাংকের সর্বস্তরের সদস্যদের পক্ষ থেকে গত ১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে প্রধান কার্যালয়ের সুসজ্জিত ছাদে তাকে বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ইউসুফ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পর্ষদের চেয়ারম্যান বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. জায়েদ বখ্‌ত। বক্তব্য রাখেন ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো.আনিসুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক মো. আবদুস সালাম মোল্যা, মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ উল্লাহ, মহাব্যবস্থাপক এ. এম আবিদ হোসেন, সাবেক উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও মুক্তিযোদ্ধা মো. এনামুল হক, সাবেক মহাব্যবস্থাপক এবিএম খালেকুজ্জামান, এক্সিকিউটিভ ফোরামের সভাপতি মো. ফজলুল হক, সাধারণ সম্পাদক এম. এ. মজিদ তালুকদার, অফিসার সমিতির সভাপতি নাজমুল হুদা রবিন, সিবিএ-র সাধারণ সম্পাদক মো. জয়নাল আবেদিন, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান কমান্ডের আহ্বায়ক মামুনুর রশীদ, সদস্য সচিব মোস্তফা কামাল প্রমুখ। পুরো সভাটি সঞ্চালনা করেন অফিসার সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. মোবারক হোসেন এবং অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন সিবিএ সভাপতি খন্দকার নজরুল ইসলাম ।

ডান থেকে উপস্থিত মো. ইউসুফ আলী, ড. জায়েদ বখ্‌ত, মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম, মো. আনিসুর রহমান, এএম আবিদ হোসেন এবং শেখর চন্দ্র বিশ্বাস

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় ড. জায়েদ বখ্‌ত, মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামকে পুনরায় নিয়োগ প্রদান করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অগ্রণী ব্যাংকের সকল পর্যায়ে নিয়োজিত নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি এমডি সাহেবের চারটি গুণ তুলে ধরেন। গুণগুলো হচ্ছে (১) দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ, (২) পরিশ্রমী, (৩) Excellent Communication Skill এবং (৪) Pragmatism and Prudence. ড. বখ্‌ত ব্যাংকের বিভিন্ন সূচকের অগ্রগতিতে এমডি এবং সিইও এর অবদান স্বীকার করে বলেন নো কস্ট লো কস্ট ডিপোজিট, রিকভারি ড্রাইভ এবং রপ্তানি নীতি সহজিকরণের ফলে অগ্রণী ব্যাংক দেশের একটা সম্মানজনক ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়েছে। এজন্যেই মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন, অগ্রণী ব্যাংক আজ ভাল করছে, সবার চাইতে ভাল করছে।

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম তার বক্তব্যের শুরুতে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধের মহান শহীদ এবং ব্যাংকের প্রয়াত সকলকে স্মরণ করেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক সহ অগ্রণী ব্যাংকের নির্বাহী, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিন বছর কাজ করার পর পুনরায় এমডি এবং সিইও হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তিকে অগ্রণী ব্যাংকের তের হাজার কর্মীর প্রাপ্তি আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। আমরা কমিটেড। তিন বছর আগে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তা এখনো শেষ হয় নাই।

দেশসেরা ব্যাংকার ও বঙ্গবন্ধু কর্নারের উদ্ভাবক মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করেন ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ফোরাম, অফিসার সমিতি এবং সিবিএ -এর নেতৃবৃন্দ

আলোকচিত্র- খন্দকার মফিজুল ইসলাম

সংবর্ধনা সভায় ভাষণরত মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুকে রোল মডেল মনে করে তিনি বঙ্গবন্ধু কর্নার স্থাপন করেছেন। তিনি গঠনমূলক সমালোচনাকে স্বাগত জানিয়ে পরচর্চা না করে, বিভ্রান্ত তথ্য দিয়ে ফেইসবুকে না লিখে সঠিক তথ্য দেয়ার আহ্বান জানান। ফেইসবুকে বিভ্রান্তিমূলক লেখাকে নজরদারিতে আনা হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন চাকুরিরত অবস্থায় আমরা সকলেই চেইনের মধ্যে আবদ্ধ। মনে রাখবেন we all are in a chain.

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম আগামী দিনে ব্যাংকের অনেকগুলো কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন। তিনি তরুণ কর্মকর্তাদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে মর্মে ঘোষণা দেন। টাউন হল মিটিং এর মত একটি নতুন ধারনা নিয়ে তরুণ কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করবেন বলে উল্লেখ করেন। তিনি সার্কেল ও অঞ্চলসমূহে ম্যানেজার্স কনফারেন্স এর বদলে টাউন হল মিটিং করবেন বলে জানান। বেশি কাজ করে নো কস্ট, লো কস্ট ডিপোজিট আনয়নে, লোন রিকভারিতে নিজ নিজ নেটওয়ার্ক কাজে লাগানোর জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি অগ্রণী ব্যাংকে প্রায় ১০,০০০ মামলার কথা উল্লেখ করে মামলা কমানোর বিষয়টির প্রতি সবচাইতে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। অগ্রণী ব্যাংকের পেন্ডিং মামলা ব্যাংকিং সেক্টরে একক ব্যাংক হিসেবে সর্বোচ্চ বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আমরা ভাল কাজে সর্বোচ্চ হতে চাই, পেন্ডিং মামলার মত খারাপ দিকে সর্বোচ্চ হবো কেন? আদালতের বাইরে যে বেশি মামলা কমাতে পারবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। বিশেষ করে এ বিষয়ে ব্যাংকে নিয়োগকৃত তরুণ আইন কর্মকর্তাদের আরো বেশি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার জন্য তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি অগ্রণী ব্যাংককে আগামীতে সিঙ্গাপুরের ডিবিএস ব্যাংকের মতো ফিজিক্যাল শাখা কমিয়ে টেকনোলজি সমৃদ্ধ শাখা বাড়ানোর রূপকল্পের কথা বলেন। পদ্মা সেতুতে অগ্রণী ব্যাংকের অবদানের বিষয়টি উল্লেখ করে জাতীয় অর্থনীতিতে আমাদের যাতে আরও বলিষ্ঠ ভূমিকা বা কমান্ড থাকে সে লক্ষ্যে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। আমাদের সিএল ২৯% থেকে এখন ১৪-১৫% এ নেমেছে যা আগামীতে সিঙ্গেল ডিজিটে নিয়ে আসা হবে। সে লক্ষ্যে আগামী তিন বছরে অগ্রগতির বিশেষ কর্মসূচী দেওয়া হবে।

সংবর্ধনা সভায় পুরো প্যান্ডেল ভর্তি উপস্থিতি

পরিশেষে, তিনি সবাইকে এক পতাকা তলে এসে অগ্রণী ব্যাংককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে এবং সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে তাঁর বক্তব্য সমাপ্ত করেন ।

প্রতিবেদক- এ এইচ এম জহিরুল ইসলাম, এসও

মাননীয় অর্থমন্ত্রীর হাত থেকে রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর এমডি এবং সিইও

আলোকচিত্র- খন্দকার মফিজুল ইসলাম

রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানের ফটোসেশন

সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আহরণের স্বীকৃতি পেল অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড

বাংলাদেশের ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অবদানের স্বীকৃতি এবং ব্যাংকিং চ্যানেলে অধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ৬ষ্ঠ বারের মতো প্রবাসী বাংলাদেশীদেরকে সম্মাননা প্রদান করে।

গত ৭ অক্টোবর ২০১৯ বিকেল ৩ টায় ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স মিলনায়তনে 'বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৮' শীর্ষক এক সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, এমপি। ব্যাংকিং চ্যানেলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ রেমিট্যান্স আহরণে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড প্রথম স্থান অধিকার করায় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির নিকট থেকে রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। স্কিল্ড ক্যাটাগরিতে মো. জাকির হোসেন অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, বোরহানউদ্দিন শাখা, জেলা ভোলা এর মাধ্যমে সর্বাধিক রেমিট্যান্স প্রেরণ করে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ফজলে কবির, গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক এবং মো. আসাদুল ইসলাম, সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।

অগ্রণী ব্যাংক মোহাম্মদ হোসেন ভবন

মোহাম্মদ হোসেন ভবন এর নকশা

অগ্রণী ব্যাংকের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ হোসেন এর সময়কালে (১৯৮৩-'৮৭) ৭২ মতিঝিল-এ বিডিবিএল এর নিকট থেকে ৪তলা ভবনসহ ক্রয়কৃত জমিতে ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়নে ২০ তলা বিশিষ্ট (১৯তলা+গ্রাউন্ড ফ্লোর+৩টি বেইজমেন্ট) ভবন এর নির্মাণ কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। উক্ত ভবনের নামকরণ করা হয়েছে 'অগ্রণী ব্যাংক মোহাম্মদ হোসেন ভবন' নামে। ইতোমধ্যে ভবনের ১২তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নির্মাণাধীন ভবনের নির্মাণ কাজ তত্ত্বাবধান করছেন ব্যাংকের এস্টাব্লিশমেন্ট এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ডিভিশন। এছাড়াও দেশ উন্নয়ন লিমিটেড, দি বিল্ডার্স ইঞ্জিনিয়ার্স এবং জিবিবি (জেভি) ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান সমূহের সম্মিলিত তত্ত্বাবধানে ভবনটির কাজ চলমান রয়েছে। রাজউক এর অনুমোদিত প্ল্যান অনুসরণ করে ভবনে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা রাখা হয়েছে যেমন- কার লিফট, পারসন লিফট, ৩টি বেইজমেন্টে গাড়ি রাখার স্থান, ২টি সিঁড়ি, স্বয়ংক্রিয় অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা ইত্যাদি। পুরো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে ব্যাংকের অনেকগুলো বিভাগ সেখানে স্থানান্তরিত করা যাবে।

ফ্লোর ঢালাইয়ের উদ্বোধন করছেন মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

ঢালাইয়ের পর মোনাজাত

ইঞ্জিনিয়ারগণ নির্মাণকাজ তদারকি করছেন

সৃজনশীল ব্যাংকিং
মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের নতুন ধারার কর্মসূচি

টাউন হল মিটিং

দেশের অর্থনীতিতে আরও বেশি অবদান রাখার জন্য এবং অগ্রণী ব্যাংককে এগিয়ে নেবার লক্ষ্যে নতুন ও সৃজনশীল কর্মসূচী দিয়ে যাচ্ছেন মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও হিসেবে তিনি ব্যাংক চালাতে যেয়ে চিন্তা করে দেখলেন যে, ম্যানেজার্স কনফারেন্স করে শুধু ম্যানেজারদের সাথে কথা বললে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা শাখার সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কাছে সরাসরি পৌঁছায় না। তাই শাখা বা অঞ্চলের সকলকে একত্র করে নিয়ে সভা করলে সুফল পাওয়া যাবে। এই ভাবনা থেকেই তিনি টাউন হল মিটিং কর্মসূচির প্রবর্তন করেন। এভাবে তিনি বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যাংকের সকল শ্রেণীর নির্বাহী, বিশেষত তরুণ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় করছেন। এই সভাগুলো অনুষ্ঠিত হয় বিকেল ৩ টা থেকে সন্ধ্যে ৭টা পর্যন্ত যেখানে তিনি সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বক্তব্য শুনেন এবং তৎপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেন। ইতোমধ্যে সকল সার্কেলে এরকম সভা হয়েছে। উক্ত সভাগুলোতে তার সাথে বিভিন্ন সময়ে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ এবং সার্কেলের মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ উপস্থিত থাকেন। সভাগুলোতে এমডি মহোদয় অগ্রণী ব্যাংককে দেশের সেরা ব্যাংকে রূপান্তর করার জন্য পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন এবং তা বাস্তবায়নের জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন। দেশের ইকোনমিতে অগ্রণী ব্যাংক যাতে একটা কমান্ড রাখতে পারে সেই বিষয়ে গা ঝাড়া দিয়ে সবাইকে উদ্যোগী হতে বলেন তিনি। এ লক্ষ্য অর্জনে তিনি সবাইকে একযোগে নিরলসভাবে কাজ করার আহ্বান জানান ।

মিট দ্য বরোয়ার

আগে শুধু ম্যানেজারদের নিয়ে সার্কেল বা অঞ্চলের সম্মেলন হতো যেখানে গ্রাহকদের সাধারণত: ডাকা হতো না বা তাদের কোন প্রবেশাধিকার ছিল না। এতে ভালো সুফল আসতো না। মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এমডি হয়ে আসার পর এই ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনলেন। তিনি চালু করলেন মিট দ্য বরোয়ার, মিট দ্য এক্সপোর্টার, মিট দ্য ইমপোর্টার কর্মসূচি। গ্রাহকদের সাথে সরাসরি কথা বলায় ব্যাংকের উন্নয়নে এক নতুন জাগরণ দেখা গেলো। গ্রাহকরা তাদের মনের একান্ত কথা, সুবিধা-অসুবিধাসমূহ চেয়ারম্যান, এমডি, ডিএমডির সামনে বলতে পারছেন। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষও জানতে পারছেন গ্রাহকদের সমস্যা, চাহিদা ও সম্ভাবনাসমূহ । এতে গ্রাহক ও ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে সরাসরি নতুন যোগাযোগের সেতুবন্ধন স্থাপিত হয়েছে। মিট দ্য বরোয়ার প্রোগামগুলো অনুষ্ঠিত হয় সাধারণতঃ সাপ্তাহিক ছুটির দিনে। কর্মসূচিটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এমডি এবং সিইও মহোদয় সাপ্তাহিক অবকাশ উদযাপন না করে অবিরত ছুটে বেড়াচ্ছেন দেশের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে।

যশোরে টাউন হল মিটিং ও মিট দ্য বরোয়ার

অগ্রণী ব্যাংক খুলনা সার্কেলের টাউন হল মিটিং ও মিট দ্য বরোয়ার প্রোগ্রাম গত ৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে যশোরের আরআরএফ টার্ক, রামনগর -এ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। খুলনা সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক মো. আনোয়ারুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ইউসুফ আলী ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমান। আরও উপস্থিত ছিলেন যশোর অঞ্চলের উপ-মহাব্যবস্থাপক শরিফুল ইসলাম বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ ও চুয়াডাঙ্গা অঞ্চলের অঞ্চল প্রধান ও শাখা ব্যবস্থাপকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের মিট দ্য বরোয়ার অংশে উপরোল্লিখিত অঞ্চল সমূহের ঋণ গ্রহীতাদের সাথে অতিথিবৃন্দ মতবিনিময় করেন।

কুষ্টিয়ায় মিট দ্য বরোয়ার

কুষ্টিয়া অঞ্চলের নিয়মিত ও খেলাপী ঋণ গ্রহীতাদের নিয়ে গত ১৪ ডিসেম্বর ২০১৯ শনিবার সকালে মিট দ্য বরোয়ার প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম ঋণ গ্রহীতাদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

এ সময় ঋণ গ্রহীতাগণ স্বল্পতম সময়ে ঋণ অনুমোদন ও ভাল গ্রাহক সেবা প্রদানের বিষয় উল্লেখ করে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আঞ্চলিক কার্যালয় কুষ্টিয়া এর উপ-মহাব্যবস্থাপক মো. ওয়াহিদুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন মো. আনোয়ারুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক, খুলনা সার্কেল এবং মো. ফরিদুল ইসলাম, উপ-মহাব্যবস্থাপক, খুলনা সার্কেল।

টাঙ্গাইলে অগ্রণী ব্যাংকের মিট দ্য বরোয়ার

অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবসা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২৯ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে টাঙ্গাইল ভূঞাপুর শাখার ঋণগ্রহীতা, গ্রাহক সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনায় অংশ নেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম, ময়মনসিংহ সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক গোলাম মোস্তফা, টাঙ্গাইল অঞ্চলের উপ-মহাব্যবস্থাপক মো. আবু হাসান তালুকদার।

বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ঢাকায় টাউন হল মিটিং

প্রধান কার্যালয়ের ৫ম তলার কনফারেন্স রুমে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ কর্পোরেট শাখা, ওয়াসা কর্পোরেট শাখা এবং হোটেল শেরাটন কর্পোরেট শাখার নির্বাহী, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের সাথে বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে টাউন হল মিটিং এ বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপ-ব্যবস্থাপনা

পরিচালক মো. আনিসুর রহমান সভাপতিত্ব করেন মো. আব্দুস সালাম মোল্যা, মহাব্যবস্থাপক, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট ডিভিশন-১ ও ২।

রাজশাহীতে টাউন হল মিটিং এবং মিট দ্য বরোয়ার

রাজশাহীতে অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে রাজশাহী সার্কেলাধীন আটটি অঞ্চলের নির্বাহী, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সম্মানিত গ্রাহকদের সাথে টাউন হল মিটিং, মিট দ্য বরোয়ার এবং NPL Mangement শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম, বিশেষ অতিথি মো. মাহফুজুর রহমান মিঞা, মহাব্যবস্থাপক, রাজশাহী সার্কেল, সভাপতিত্ব করেন উপ-মহাব্যবস্থাপক মো. শহীদুল্লাহ। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক কল্পনা সাহা।

নারায়ণগঞ্জে টাউন হল মিটিং এবং মিট দ্য বরোয়ার

নারায়ণগঞ্জ জেলা সরকারী গণগ্রন্থাগার মিলনায়তনে অঞ্চল এর সকল শাখা ও বঙ্গবন্ধু রোড কর্পোরেট শাখার নির্বাহী, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও সম্মানিত গ্রাহকদের সাথে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড নারায়ণগঞ্জ অঞ্চল কর্তৃক আয়োজিত টাউন হল মিটিং ও মিট দ্য বরোয়ার অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম, বিশেষ অতিথি আব্দুস সালাম মোল্যা, মহাব্যবস্থাপক, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট, আবুল বাসার সেরনিয়াবাদ, মহাব্যবস্থাপক , ঢাকা সার্কেল-২, সভাপতিত্ব করেন মো. আমিনুল হক উপ-মহাব্যবস্থাপক ও অঞ্চল প্রধান নারায়াণগঞ্জ অঞ্চল।

মালয়েশিয়ায় অগ্রণী রেমিট্যান্স হাউজের ১৪বছর পূর্তি অনুষ্ঠান

মালয়েশিয়ায় প্রবাসীদের ব্যাংকিং সেবা প্রদানের ১৪ বছর পূর্ণ করেছে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর মালিকানাধীন অগ্রণী রেমিট্যান্স হাউজ, মালয়েশিয়া। এ উপলক্ষ্যে ১৮ অক্টোবর ২০১৯ মালয়েশিয়ার গ্র্যান্ড মিলেনিয়াম হোটেলে কেক কাটার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে মালয়েশিয়া থেকে অগ্রণী রেমিট্যান্স হাউজের মাধ্যমে বৈধ পথে দেশে যারা সর্বোচ্চ অর্থ পাঠিয়েছেন, তাদের সম্মাননা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত, মালয়েশিয়াস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের শ্রম কাউন্সিলর ও অগ্রণী রেমিট্যান্স হাউজের ডিরেক্টর মো. জহিরুল ইসলাম, ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

একইদিনে পুত্রজায়ার পুত্রা মসজিদে জুমার নামাজ আদায় শেষে মালয়েশিয়ান প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদের সঙ্গে কুশল বিনিময় এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে সৌজন্য আলাপ করেন অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের বিশেষ কর্মসূচি ২০১৯

অগ্রণীর অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখতে বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক ব্যাংকে যোগদানের পর অনেকগুলো বিশেষ কর্মসূচী ঘোষণা করেন। তন্মধ্যে ২০১৬ সালের ১০০ দিনের কর্মসূচী, ২০১৭ সালের ৯০ দিনের কর্মসূচী এবং ২০১৮ সালে প্রণীত ৮০ দিনের কর্মসূচী রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রণয়ন করা হয়েছে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের বিশেষ কর্মপরিকল্পনা ২০১৯ যার কার্যকাল ১৫-০৯-২০১৯ হতে ১৫-১২-২০১৯ পর্যন্ত।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ২০১৯ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিপরীতে ৩১-০৮-২০১৯ পর্যন্ত শ্রেণীকৃত এবং অবলোপনকৃত ঋণ আদায় সন্তোষজনক না হওয়া, মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হওয়া, Capital Adequacy ও Required Provision সংরক্ষণে বিরূপ প্রভাব পড়া, রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন আশানুরূপ না হওয়া, বিশ্রেণীকরণ কার্যক্রম হতাশাব্যঞ্জক হওয়া, ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত ক্যাপিটাল ঘাটতি ৪৫৬.১০ কোটি টাকা হওয়ায় একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) গ্রহণ করে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় লক্ষ্যমাত্রা সমূহ অর্জন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিশেষ কর্মপরিকল্পনা ২০১৯ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিশেষ কর্মপরিকল্পনা ২০১৯ উল্লেখযোগ্য দিক সমূহ

- ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের বিশেষ কর্মপরিকল্পনা ২০১৯ এর বাস্তবায়নকাল ১৫-০৯-২০১৯ হতে ১৫-১২-২০১৯ পর্যন্ত।
- বিশেষ কর্মপরিকল্পনা ২০১৯ এর মূল লক্ষ্য ১,৬৪৭ কোটি টাকা মুনাফা অর্জন, ১,৪৬০ কোটি টাকা শ্রেণীকৃত ও অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের পরিকল্পনার পাশাপাশি নতুন করে আর কোন ঋণ শ্রেণীকৃত হতে না দেয়া।
- সুদবিহীন ও স্বল্প সুদের আমানত বৃদ্ধি করা।
- মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে চূড়ান্ত উৎকর্ষতা সাধন করা।
- কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে নির্বাহী/কর্মকর্তা/কর্মচারীদের Performance বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হবে ।

বাস্তবায়ন কৌশল

- সেন্ট্রাল একাউন্টস্ ডিভিশন এর সম্পৃক্ততায় ২০১৯ সালে পরিচালন মুনাফা ৮৫৭.০০ কোটি টাকা অর্জন করা।
- রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন এর সম্পৃক্ততায় BASEL-III অনুসারে মুলধন পর্যাপ্ততা (CRAR) সংরক্ষণ করা।
- রিকভারি এন্ড এনপিএ ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন এর সম্পৃক্ততায় ঋণ পুনঃতফসিল কার্যক্রম জোরালো করা, Meet the Borrowers প্রোগ্রাম এর মাধ্যমে ঋণ আদায় জোরদার করা, ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণপূর্বক Recovery Team গঠন করা, শাখা পর্যায়ে সকল কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে শ্রেণীকৃত ও অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ের দায়িত্ব বন্টন করা, মামলাকৃত ঋণগুলো দ্রুত নিষ্পত্তিকল্পে কমিটি গঠন, খেলাপী ঋণগ্রহীতার মৃত্যু হলে জানাজায় শরীক হয়ে ধর্মীয় রীতি ও আবেগ ব্যবহার করে ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা করা।
- ঋণ আদায় , ঋণ পুনঃতফসিল হওয়া এবং নিয়মিতকরণ করা হলে তা সংশ্লিষ্ট নিরীক্ষা আপত্তির সাথে সম্পৃক্ত করে যথাযথ জবাব আইসিসি-তে প্রেরণের মাধ্যমে অডিট নিষ্পত্তির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া।
- ল ডিভিশনের সম্পৃক্ততায় বিদ্যমান মামলাসমূহের ৩০%, রিট মামলার ৫০% নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা, Out Side Court Settlement এর মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
- পিসিএমডি -এর সম্পৃক্ততায় সকল প্রকার ব্যয় সর্বোচ্চ পর্যায়ে কমানো।
- বিজ্ঞাপনের ব্যয় যৌক্তিক পর্যায়ে হ্রাস করা।
- Spot Cash Remittance এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করা।
- এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করা।

গুরুত্ব ও ফল

ব্যাংকের সর্বস্তরের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সম্মিলিত প্রয়াসে খেলাপী ঋণ নগদ আদায়, পুনঃতফসিল/নবায়নের মাধ্যমে নিয়মিত করে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ হ্রাসকরণ, লো-কস্ট/নো-কস্ট ডিপোজিট ন্যুনপক্ষে ৬০%-এ উন্নীতকরণ, রেমিট্যান্স আহরণ বৃদ্ধি, আমদানি রপ্তানি ব্যবসা সম্প্রসারণ, বৃহৎ ঋণসমূহ রেটিং করে প্রভিশন এর পরিমাণ হ্রাসকরণ, নতুন করে কোন ঋণ শ্রেণীকৃত হতে না দেয়া, সুদ বহির্ভূত আয় বৃদ্ধি, সহযোগী জামানত রিভ্যালুয়েশন এর মাধ্যমে সংরক্ষিতব্য প্রভিশন এর পরিমাণ হ্রাসকরণ, সর্বোপরি মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা অর্জনসহ সার্বিক ব্যবসায়িক লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জন নিশ্চিত করার বিষয়াদি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে বিশেষ কর্মপরিকল্পনা ২০১৯ গ্রহণ করে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অনুসরণ ও সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য কর্তৃপক্ষ নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

প্রতিবেদক- মো. সোহান মন্ডল, পিও

তথ্য ব্যবস্থাপনায় অগ্রণী ব্যাংকের তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি

প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের চাহিদার প্রেক্ষিতে শাখা বা অঞ্চল থেকে ভিন্ন ভিন্নভাবে তথ্য/ বিবরণী প্রেরণ করা হয়ে থাকে। এটি একটি পুরনো পদ্ধতি। এতে তথ্যসমূহ একীভূত-করণ ও সমন্বয়করণে বেশি সময় ব্যয় হয় এবং অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। শাখা কর্তৃক সঠিক সময়ে নির্ভুল তথ্য প্রেরণ এবং প্রধান কার্যালয় কর্তৃক তা সংগ্রহের লক্ষ্যে আইটি অ্যান্ড এমআই-এস ডিভিশন কেন্দ্রীয়ভাবে নতুন একটি অটোমেটেড সেন্ট্রাল ডাটাবেজ প্রচলন করেছে।

উপরোক্ত কেন্দ্রীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়িত হলে নিম্নোক্ত সুবিধাসমূহ পাওয়া যাবে-

১। মানব সম্পদের সঠিক ব্যবহার এবং অপচয় কম হবে।
২। শাখার চাহিদা অনুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে গ্রাহকদের সিআইবি ডাটা সরবরাহ করা যাবে।
৩। বিভিন্ন ডিভিশনের মধ্যে কাজের সুন্দর সমন্বয় হবে।
৪। বিভিন্ন ডিভিশনের তথ্যের গরমিল/ পার্থক্য নিরসন হবে।
৫। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণে গতি বাড়বে।

প্রতিবেদক- এ এইচ এম জহিরুল ইসলাম

অগ্রণী'র শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৮-২০১৯

শুদ্ধাচার হল মানবাধিকার, সাম্য, সুবিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে শুদ্ধাচার চর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। এখানে অর্থ সংক্রান্ত কর্মকান্ড নিয়ে সকল বিষয় আবর্তিত হয় বিধায় অনিয়ম, অসাধুতা, অনৈতিকতার চর্চা যেকোন মূল্যে প্রতিরোধ করা প্রয়োজন। তাই, সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক অগ্রণী ব্যাংকে শুদ্ধাচার চর্চার কাজ ক্রমাগত প্রসারিত হচ্ছে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ব্যাংকের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে প্রতিনিয়ত শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহিত করে যাচ্ছেন।

শুদ্ধাচারের ২০টি সূচকের উপর মার্কিং করে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়। সূচকগুলো হচ্ছে (১) পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা (২) সততার নিদর্শন (৩) নির্ভরযোগ্য ও কর্তব্যনিষ্ঠা (৪) শৃঙ্খলাবোধ (৫) সহকর্মীদের সঙ্গে আচরণ (৬) সেবাগ্রহীতাদের সঙ্গে আচরণ (৭) প্রতিষ্ঠানের বিধিবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা (৮) সমন্বয় ও নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা (৯) তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের পারদর্শিতা (১০) পেশাগত, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিষয়ক নিরাপত্তা সচেতনতা (১১) প্রতিষ্ঠানের প্রতি অঙ্গীকার (১২) উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতা চর্চা (১৩) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে তৎপরতা (১৪) সোশ্যাল মিডিয়া (সামাজিক গণমাধ্যম) ব্যবহার (১৫) তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা (১৬) উপস্থাপন দক্ষতা (১৭) প্রতিষ্ঠানের আধুনিকায়নে আগ্রহ (১৮) অভিযোগ প্রতিকারে সহযোগিতা (১৯) সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধানাবলী সম্পর্কে আগ্রহ ও পরিপালনে দক্ষতা (২০) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ধার্যকৃত অন্যান্য কার্যক্রম

২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন গ্রেডে ৬ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার প্রাপ্তগণ হলেন (১) আজিজুল হক, উপ-মহাব্যবস্থাপক, আঞ্চলিক কার্যালয়, সিলেট পশ্চিম অঞ্চল (২) মো. মজিবুর রহমান, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, বিএসইউসিডি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (৩) মো. আফতাবুজ্জামান, প্রিন্সিপাল অফিসার/ ব্যবস্থাপক, হাকিমপুর শাখা, দিনাজপুর (৪) মো. মনিরুল ইসলাম, সিনিয়র অফিসার, আঞ্চলিক কার্যালয়, চাপাইনবাবগঞ্জ (৫) কাজী নজরুল ইসলাম, সিএলডিএ, আঞ্চলিক কার্যালয়, কুমিল্লা এবং (৬) মরহুম মাহমুদ হাসান, গাড়ীচালক, ফরিদপুর সার্কেল অফিস।

রুরাল ক্রেডিট ডিভিশনের উপ-মহাব্যবস্থাপক অনিতা দে -এর কন্যা বনশ্রী দত্তের হাতে এক লক্ষ টাকার চেক তুলে দিচ্ছেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত

আলোকচিত্র- খন্দকার মফিজুল ইসলাম

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর রুরাল ক্রেডিট ডিভিশনের উপ-মহাব্যবস্থাপক অনিতা দে এর কন্যা বনশ্রী দত্ত ২০১৯ সনের এসএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ড হতে মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করায় তার উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা, সম্মাননা ক্রেষ্ট এবং ১ লক্ষ টাকার চেক প্রদান করা হয়। চেকটি বনশ্রী দত্তের হাতে তুলে দেন পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। এ সময় পরিচালক মাহমুদা বেগম, মো. আনছার আলী খান, ড. মো. ফরজ আলী, খোন্দকার ফজলে রশিদ, পর্যবেক্ষক কাজী ছাইদুর রহমান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম সহ উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন।

অগ্রণী ব্যাংকে কর্মরত নির্বাহী/কর্মকর্তা/কর্মচারীর সন্তানদের জন্য এককালীন মেধাবৃত্তি

অগ্রণী ব্যাংকে কর্মরত নির্বাহী/কর্মকর্তা/কর্মচারীর (পিআরএলসহ) সন্তানদের কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য মেধাবৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে । জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি এবং সকল সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী/ডিগ্রী(সম্মান)/মাস্টার্স/ ইঞ্জিনিয়ারিং/ এমবিবিএস পরীক্ষার ক্ষেত্রে যারা যথাক্রমে জিপিএ ৫.০০, জিপিএ ৪.৭৫ হতে জিপিএ ৫.০০ পর্যন্ত, সনাতন ১ম শ্রেণী/ সমতুল্য এবং জিপিএ ৩.০০ ও তদুর্ধ পয়েন্ট পেয়ে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে তারা মেধাবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য আবেদনের যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবেন। অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড কর্মচারী কল্যাণ তহবিল ট্রাস্টের হিসাব থেকে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। জেএসসি, এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল জিপিএ ৫.০০ এর ক্ষেত্রে ৭,৫০০/- টাকা হারে, জিপিএ ৪.৭৫ থেকে জিপিএ ৫.০০ পর্যন্ত ৪,০০০/- টাকা হারে এবং সকল সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী/ডিগ্রী(সম্মান)/মাস্টার্স/ ইঞ্জিনিয়ারিং/ এমবিবিএস পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফল সনাতন ১ম শ্রেণী/সমতুল্য এবং জিপিএ ৩.০০ ও তদুর্ধ পয়েন্ট এর ক্ষেত্রে ৭,৫০০/- টাকা হারে এককালীন মেধাবৃত্তির অনুদান প্রদান করা হয় । ২০১৯ সালে এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১৬৪ জন মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীকে মোট ১১,৩৯,০০০/- টাকা মেধাবৃত্তির অনুদান প্রদান করা হয়।

২০১৯ সালে অগ্রণী পরিবারের যারা মৃত্যুবরণ করেছেন

প্রয়াতদের নাম	প্রয়াণের তারিখ	প্রয়াতদের নাম	প্রয়াণের তারিখ
মো. শওকত আলী, ডিজিএম *ঢাকা দক্ষিণ অঞ্চল, ঢাকা*	২৯.০৩.২০১৯	**নিবাস চন্দ্র মন্ডল, অফিসার** *প্রধান কার্যালয, ঢাকা*	২১.০৮.২০১৯
সোহেল রানা, এজিএম *বি এ এফ শাখা, ঢাকা*	০৪.০৩.২০১৯	**সমীর রঞ্জন সরকার, অফিসার** *কাঞ্চন শাখা, নারায়ণগঞ্জ*	২৭.১২.২০১৯
মো. ইমারত হোসেন মিয়া, এজিএম *এবিটিআই, ধানমন্ডি, ঢাকা*	০৬.০৬.২০১৯	**মো. কামরুজ্জামান, অফিসার (ক্যাশ)** *মুন্সিরহাট শাখা, ঠাকুরগাঁও*	২২.০৮.২০১৯
মুকুল কৃষ্ণ ভৌমিক, এসপিও *আঞ্চলিক কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ*	২২.০৬.২০১৯	**মো. সিরাজুল ইসলাম, সিএলডিএ** *আমিনকোর্ট কর্পোঃ শাখা, ঢাকা*	১৯.০২.২০১৯
আবু বক্কর সিদ্দিক, পিও *বোনারপাড়া শাখা, গাইবান্ধা*	০১.১০.২০১৯	**মো. বায়তুলাহ, ইউডিএ** *বেলতলী শাখা, চাঁদপুর*	১৬.০৫.২০১৯
ইসমাঈল হোসেন, পিও *মুক্তাগাছা শাখা, ময়মনসিংহ*	২০.০২.২০১৯	**মো. সিরাজুল ইসলাম, এ/এ** *ক্লে রোড কর্পোঃ শাখা, খুলনা*	০৩.০১.২০১৯
রওশন আলী মিয়া, পিও *ফরিদপুর শাখা, ফরিদপুর*	১০.০৮.২০১৯	**মোফাজ্জল হোসেন, সিটি-০১** *নেত্রকোনা অঞ্চল, নেত্রকোনা*	১৭.০১.২০১৯
মোতাহার হোসেন, এসও *গাজীপুর শাখা, গাজীপুর*	১৮.০২.২০১৯	**মো. মোস্তফা আমিন, সিটি-০১** *সাদুলাপুর শাখা, গাইবান্ধা*	২৫.০১.২০১৯
রফিকুল ইসলাম, এসও *ভোলা শাখা, ভোলা*	০৬.০৩.২০১৯	**দেলোয়ার হোসেন, সিটি-০১** *নসরতপুর শাখা, কুমিল্লা*	০২.০২.২০১৯
মো. নজরুল ইসলাম, এসও *মিরকাদিম শাখা, মুন্সীগঞ্জ*	১৯.০৪.২০১৯	**আব্দুল হক, সিটি-০১** *গোলাপগঞ্জ শাখা, সিলেট*	০৫.০২.২০১৯
পল্টন সরকার, এসও *সাপাহার শাখা, নওগাঁ*	১১.০৭.২০১৯	**আব্দুল গণি, সিটি-০১** *লালদিঘী কর্পোঃ শাখা, চট্টগ্রাম*	১১.০৩.২০১৯
নুসরাত জাহান, এসও *শ্যাওড়াপাড়া শাখা, ঢাকা*	০৬.০৪.২০১৯	**মো. নাসির উদ্দিন, সিটি-০১** *কোর্ট রোড শাখা, নারায়নগঞ্জ*	২০.০৩.২০১৯
মো. শাহ জামাল, অফিসার *আটিনানারী শাখা, পঞ্চগড়*	০৯.০২.২০১৯	**মো. আলেছ উদ্দিন, সিটি-০১** *বোনারপাড়া শাখা, গাইবান্ধা*	১৩.০৩.২০১৯
এস,এম মুজিবুর রহমান, অফিসার *প্রধান শাখা, ঢাকা*	২৮.০৩.২০১৯	**মো. লুৎফর রহমান, সিটি-০১** *আঞ্চলিক কার্যালয়, নেত্রকোণা*	২০.০৪.২০১৯
হেমন্ত কুমার রায়, অফিসার *পঞ্চগড় শাখা, পঞ্চগড়*	০৮.০৭.২০১৯	**আব্দুল হাকিম, সিটি-০১** *প্রধান শাখা, ঢাকা*	৩০.০৩.২০১৯

২০১৯ সালে অগ্রণী পরিবারের যারা মৃত্যুবরণ করেছেন

প্রয়াতদের নাম	প্রয়াণের তারিখ	প্রয়াতদের নাম	প্রয়াণের তারিখ
রহিমা খাতুন, সিটি-০১ *পিসিএসডি*	০৭.০৫.২০১৯	**মো. শফিকুল ইসলাম, এসও** *বাজুবাঘা শাখা, রাজশাহী*	২৩.১০.২০১৯
বাবলু মোল্লা, সিটি-০১ *মোখপুরা বাজার শাখা, খুলনা*	০১.০৫.২০১৯	**সালাম চৌকিদার, সিটি-১** *কালিয়াকৈর শাখা,গাজীপুর*	০৬.০৮.২০১৯
মো. আকবর আলী, সিটি-০১ *আঞ্চলিক কার্যালয়, সিরাজগঞ্জ*	২৮.০৪.২০১৯	**এ এফ এম নূরুদ্দিন, সিনিয়র অফিসার** *আঞ্চলিক কার্যালয়,ঢাকা উত্তর*	১০.১০.২০১৯
মো. আব্দুল শুক্কুর মিয়া, সিটি-১ *আইটি এন্ড এমআইএস*	০৪.০৭.২০১৯	**মো. আব্দুস সাত্তার, পিও** *গাজীপুর শাখা, গাজীপুর*	০৪.০৭.২০১৯
মো. আলী মিয়া, সিটি-১ *ফরেন রেমিট্যান্স ডিভিশন*	০৮.০৮.২০১৯	**মো. নছর উদ্দিন, সিটি-১** *মাগুরা শাখা*	০৮.০৭.২০১৯
আব্দুল জলিল, জমাদার *মনিরামপুর শাখা, যশোর*	১৭.০৩.২০১৯	**মো. আব্দুল হামিদ, সিটি-১** *রুরাল ক্রেডিট ডিভিশন*	০৯.০৯.২০১৯
মো. আমাদ মিয়া, জমাদার *আঞ্চলিক কার্যালয়, মুন্সীগঞ্জ*	২৯.০৪.২০১৯	**মো. সেলিম শেখ, সিটি-১** *আঞ্চলিক কার্যালয়,পাবনা*	২৯.১০.২০১৯
দীন মোহাম্মদ, জমাদার *কক্সবাজার শাখা, কক্সবাজার*	০৩.০৮.২০১৯	**সৈয়দ জাফর আলী, অফিসার** *আঞ্চলিক কার্যালয়,বগুড়া*	০৭.১০.২০১৯
আব্দুল হক মিয়া, জমাদার *তালতলী বাজার শাখা, বরগুনা*	১৫.০৬.২০১৯	**মো. ফরিদুল আহসান, সিটি-১** *নিকলী শাখা, কিশোরগঞ্জ*	২৮.১০.২০১৯
মো. আলী মিয়া, সিটি-১ *ফরেন রেমিট্যান্স ডিভিশন*	০৮.০৮.২০১৯	**মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, অফিসার** *ঝিনাইদহ শাখা*	২৩.১১.২০১৯
আব্দুস সালাম সরদার, জমাদার *প্রধান শাখা, ঢাকা*	২১.০৬.২০১৯	**মো. জাহাঙ্গীর আলম, জমাদার** *ফরিদাবাদ শাখা*	২১.১১.২০১৯
গোলাম মোস্তফা, সিটি-১ *অডিট কমপ্ল্যায়েন্স ডিভিশন*	৩০.০৯.২০১৯	**মনি চাকমা, অফিসার** *রাঙ্গামাটি শাখা*	০৯.১১.২০১৯
মঞ্জুর মোর্শেদ, পিও *রুরাল ক্রেডিট ডিভিশন*	০৫.০৯.২০১৯	**আব্দুল হাই, সিটি-০১** *প্রধান কার্যালয়, ঢাকা*	১৯.১২.২০১৯
আব্দুল মান্নান, এজিএম *সাভার শাখা,ঢাকা*	০৪.১০.২০১৯	**মো. মাজহারুল ইসলাম, ডিজিএম** *পুরানা পল্টন কর্পোঃ শাখা*	১৬.১২.২০১৯

অগ্রণী ব্যাংকে বিশ্ব নারী দিবস উদ্‌যাপন

বিশ্ব নারী দিবসে অগ্রণী ব্যাংকের নারী নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে নিয়ে কেক কাটছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

জগতে নারীর অসামান্য ভূমিকা নারীকে করেছে অনন্যা। নারীর এই অনবদ্য অবদানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ হিসেবে ঘোষণা করে এবং ঐ বছরই ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা শুরু করে। ১৯৭৭ সালে জাতিসংঘ ৮ মার্চকে আনুষ্ঠানিকভাবে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। 'সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো, নারী-পুরুষ সমতার নতুন বিশ্ব গড়ো' এই প্রতিপাদ্য নিয়ে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ৮ মার্চ ২০১৯ এ বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়। নতুন কিছু গড়ার লক্ষ্য নিয়ে, সমতার ভিত্তিতে পরিবর্তন আনাই এই স্লোগানের লক্ষ্য।

নারীর অধিকার ও মর্যাদা লাভের ক্ষেত্রে দিবসটির গুরুত্ব অপরিসীম। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে সৃজনশীল ও উন্নয়নমূলক সব কর্মকান্ডে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অবদান রয়েছে। আমাদের মহান ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতার জন্য সুদীর্ঘ আন্দোলন, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধসহ সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনে দেশের নারী সমাজ ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নারীর ক্ষমতায়নে অসামান্য অবদান এবং দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে দক্ষ নেতৃত্বের জন্য লাইফটাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন। বাংলাদেশ সরকার এসডিজি লক্ষ্য অর্জনের জন্য রাষ্ট্র ও জনজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর।

বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষ্যে ১০ মার্চ ২০১৯ তারিখে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর প্রধান কার্যালয়ের ৫ম তলায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এর নেতৃত্বে ব্যাংকের সর্বস্তরের নারী নির্বাহী, কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের সমন্বয়ে এক অভূতপূর্ব মিলনমেলার আয়োজন করা হয়। ৮ মার্চ শুক্রবার থাকাতে ১০ মার্চ রবিবার দিনটিকে বেছে নেয়া হয়। নারী কর্মীদের ব্যাংকিং কর্মকান্ডে অবদান রাখায় অনুপ্রাণিত করার পাশাপাশি বিশ্ব নারী দিবসে তাদের সম্মান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ ও ব্যাংকের বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। সভায় সভাপতিত্ব করেন ঢাকা সার্কেল-২ এর মহাব্যবস্থাপক জাকিয়া বেগম। দেশের ব্যাংকিং সেক্টরে এ ধরনের মিলনমেলার দৃষ্টান্ত বিরল। এখানে উল্লেখ্য যে, অগ্রণী ব্যাংকের পূর্বসূরি হাবিব ব্যাংকে কোন নারী অফিসার বা কর্মচারি নিয়োগ দেয়া হয়নি। স্বাধীনতার পরে ১৯৭৩ সালে সর্বপ্রথম ব্যাংকার্স রিক্রুটমেন্ট কমিটি (বিআরসি) -এর মাধ্যমে দেশের ব্যাংক সমূহে প্রবেশনারি অফিসার নিয়োগ দেয়া হয়। অগ্রণী ব্যাংকে বিআরসি মনোনীত অফিসারদের মধ্যে কয়েকজন নারী কর্মকর্তাও নিয়োগ পান। এরপর বিআরসি -এর অন্যান্য ব্যাচে এবং অগ্রণী ব্যাংক কর্তৃক ক্ল্যারিকাল পদে নারী কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়। ১৯৮৩ সালে একটি ব্যাচে শুধুমাত্র মুক্তিযোদ্ধা ও মহিলা নিয়োগ দেয়া হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে ব্যাংকে নারী অফিসার ও কর্মচারি নিয়োগ পেতে থাকেন।

প্রতিবেদক- সঞ্চিতা শুচি, পিও

গাজীপুর শহরে পাগাড় শাখা নামে ব্যাংকের নতুন শাখা খোলা হয়েছে

গত ১৫-১০-২০১৯ তারিখে গাজীপুর শহরে পাগাড় শাখা নামে ব্যাংকের একটি নতুন শাখা খোলা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাজীপুর অঞ্চলের উপ-মহাব্যবস্থাপক সুরঞ্জন কুমার রায়, গাজীপুর কর্পোরেট শাখার সহকারী মহাব্যবস্থাপক মো. আবুল কালাম, গাজীপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ের সহকারি মহাব্যবস্থাপক মো. মঞ্জুরুল আমিন, গাজীপুর অঞ্চলের বিভিন্ন শাখার ব্যবস্থাপকবৃন্দ সহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

ঝিনাইদহের খালিশপুরে অগ্রণী ব্যাংকের নতুন শাখা শুভ উদ্বোধন

গত ২০-১২-২০১৯ তারিখে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, খালিশপুর বাজার শাখা, ঝিনাইদহ নামে ব্যাংকের একটি নতুন শাখা উদ্বোধন করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এস এম মনিরুজ্জামান, ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক। বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এবং ব্যাংকের সম্মানিত মহাব্যবস্থাপক মো. আনোয়ারুল ইসলাম, খুলনা সার্কেল এবং মো. ফরিদুল আলম সহ ব্যাংকের উর্দ্ধতন নির্বাহীবৃন্দ। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঝিনাইদহ আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপ-মহাব্যবস্থাপক সদর উদ্দিন আহমেদ। এছাড়া স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

টাঙ্গাইলে শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ শাখার শুভ উদ্বোধন

গত ২৭-১০-২০১৯ তারিখে শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ শাখা, টাঙ্গাইল নামে ব্যাংকের একটি নুতন শাখা উদ্বোধন করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জাহিদ মালেক, এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন সাংসদ জোয়াহেরুল ইসলাম, সাংসদ ছানোয়ার হোসেন, সাংসদ তানভীর হাসান, ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মো. ইউসুফ আলী, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রফিকুল ইসলাম, ময়মনসিংহ সার্কেল এর মহাব্যবস্থাপক মো. গোলাম মোস্তফা, শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডা. মো. নূরুল আমীন মিঞা, টাঙ্গাইল অঞ্চলের উপ-মহাব্যবস্থাপক মো. আবু হাসান তালুকদার, শাখা ব্যবস্থাপক প্রণয় কুমার দাস সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

খুলনায় শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল শাখার শুভ উদ্বোধন

গত ০৫-১০-২০১৯ তারিখে শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল শাখা, খুলনা নামে ব্যাংকের একটি নুতন শাখা উদ্বোধন করা হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য শেখ সালাউদ্দিন জুয়েল,এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্ত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম, শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতালের পরিচালক ডা. বিধান চন্দ্র গোস্বামী এবং ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমান সহ ব্যাংকের নির্বাহী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খুলনা সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক মো. আনোয়ারুল ইসলাম।

অগ্রণী ব্যাংক ও BARMS এর পরামর্শ সভা

মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম কে পথিকৃৎ ব্যাংকারের স্বীকৃতি প্রদান

বাম থেকে অগ্রণী ব্যাংকের পক্ষে নিজাম উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী ,মো. রফিকুল ইসলাম , মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম , সুকান্তি বিকাশ সান্যাল এবং আল আমিন বিন হাসিম
আলোকচিত্র- মো. মাহমুদুল হক

গত ২২সেপ্টেম্বর ২০১৯ ব্যাংকের ৫ম তলার কমিটি রুমে অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়ন ও আরকাইভস গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ আরকাইভস অ্যান্ড রেকর্ডস ম্যানেজমেন্ট সোসাইটি(BARMS) এর সাথে এক পরামর্শ সভা ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোহাম্মদ শাম্স-উল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।
পরামর্শ সভায় BARMS এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ (প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, BARMS, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাক্তন মহাপরিচালক, জাতীয় আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর), সোহেল আহমেদ চৌধুরী (অবসরপ্রাপ্ত সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, প্রাক্তন চেয়ারম্যান, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, সহ-সভাপতি, BARMS) মো. আলী আকবর (সহকারি পরিচালক, আরকাইভস্ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর,যুগ্ম সম্পাদক, BARMS) সারওয়ার মোরশেদ(আইটি বিশেষজ্ঞ, সহযোগী অধ্যাপক, AIUB, কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, BARMS)। সভায় BARMS এর সাধারণ সম্পাদক মো.জালাল আহমেদ (অতিরিক্ত সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়) ঢাকার বাইরে থাকায় উপস্থিত থাকতে পারেননি। পরামর্শ সভায় অগ্রণী ব্যাংকের পক্ষে আরও উপস্থিত ছিলেন উপব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ যথাক্রমে মো. ইউসুফ আলী, মো. আনিসুর রহমান, মো. রফিকুল ইসলাম, নিজামউদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী এবং অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়ন ও আর্কাইভ গঠন টিম এর চেয়ারম্যান সুকান্তি বিকাশ সান্যাল, মহাব্যবস্থাপক এবং টিম এর সদস্য সচিব আল আমিন বিন হাসিম, এসপিও।

টিম চেয়ারম্যান সুকান্তি বিকাশ সান্যাল অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়ন ও আরকাইভস গঠন সম্পর্কিত বিষয়ে ইতোমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপের সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন এবং টিম এর সদস্য সচিব আল আমিন বিন হাসিম একটি এজেন্ডা উপস্থাপন করেন যার উপর সভায় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর বর্তমান ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম ব্যাংকে বেশকিছু উদ্ভাবনী কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন তন্মধ্যে বঙ্গবন্ধু কর্নার ধারনাটি জাতীয় পর্যায়ে সমাদৃত হয়েছে। অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়ন এবং আরকাইভস গঠনের জন্য তিনি ১১/১১/২০১৮ এবং ২৫/০৭/২০১৯ তারিখে দু'টি কর্মপরিধির (TOR) অনুমোদন দিয়েছেন। তার নেতৃত্বে দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে অগ্রণী ব্যাংকই নিজস্ব ইতিহাস রচনা ও আরকাইভস গঠনে পথিকৃতের ভূমিকায় রয়েছে।

উপরে বর্ণিত TOR- এর আলোকে অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়ন ও আরকাইভস গঠন টিম তৈরী করা হয়েছে যার প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. জায়েদ বখ্ত এর নাম এবং ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা হিসেবে রয়েছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। টিম এর উপদেষ্টা হিসেবে রয়েছেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণ মো. ইউসুফ আলী, মো. আনিসুর রহমান, মো. রফিকুল ইসলাম এবং নিজামউদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী। কর্মসম্পাদন টিম এর চেয়ারম্যান সুকান্তি বিকাশ সান্যাল, মহাব্যবস্থাপক (CAMLCO) এবং সদস্য সচিব আল আমিন বিন হাসিম, এসপিও। টিম এর কর্ম সম্পাদন সদস্য (Working Member) হিসেবে স্পেশাল স্টাডি সেল এর কমকর্তাগণ কাজ করছেন।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, উক্ত সভাটি ছিল ১৩/০৯/১৯ তারিখে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ এ অনুষ্ঠিত BARMS এর কার্যনির্বাহী পরিষদের এক সভার ফলোআপ। উক্ত সভায় প্রফেসর ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ কে চিফ কনসালট্যান্ট এবং আর্কিভিস্ট আলী আকবর কে কনসালট্যান্ট হিসেবে সম্পৃক্ত থাকার জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এর স্বাক্ষরিত ২ টি চিঠি নিয়ে ব্যাংকের প্রতিনিধি আল আমিন বিন হাসিম উপস্থিত হন। ব্যাংকিং সেক্টরে আরকাইভস গঠনকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এবং ABB এর সভাপতিকে পত্র লেখার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণে উপনীত হতে গেলে সভায় উপস্থিত অগ্রণী

ব্যাংকের প্রতিনিধি বলেন যে, দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের মধ্যে একমাত্র অগ্রণী ব্যাংকই ইতিহাস প্রণয়ন ও আরকাইভস গঠনের উদ্যোগ নিয়েছে । তিনি বলেন এই চিন্তার প্রবক্তা বা পুরোধা ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন এই ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। এ প্রেক্ষিতে অগ্রণী ব্যাংক প্রতিনিধি সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য নিম্নোক্ত তিনটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন:

উপরে ডান থেকে BARMS এর পক্ষে প্রফেসর ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ, সোহেল আহমেদ চৌধুরী, মো. আলী আকবর এবং সারওয়ার মোরশেদ

(১) ব্যাংকিং সেক্টরের আরকাইভস বিষয়ে BARMS কে প্রথমে পরিপক্ক ধারণা অর্জন করতে হবে, তারপরে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও প্রস্তাবসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের মাননীয় গর্ভনর এবং ABB এর সভাপতিকে পত্র দিলে তাতে বেশি সুফল আসবে।

(২) BARMS কর্তৃক তাদের দু'জনকে উক্ত পত্র প্রেরণের পূর্বে একটি কাজ করা যেতে পারে। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের মধ্যে ইতিহাস প্রণয়ন ও আরকাইভস গঠনের কাজে পথিকৃৎ হিসেবে অগ্রণী ব্যাংককে এবং এই কাজের উদ্ভাবক বা চিন্তক হিসেবে মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম কে স্বীকৃতি প্রদান করা যেতে পারে। এই কৃতি ব্যাংকার তার নিজ ব্যাংকে অনেকগুলো সৃজনশীল চিন্তার চাষ করেছেন যার মধ্যে একটি হলো বঙ্গবন্ধু কর্নার, যার উদ্ভাবক হিসেবে তিনি আজ সর্বজনস্বীকৃত।

(৩) BARMS এবং অগ্রণী ব্যাংক পরস্পর একটি সভায় মিলিত হতে পারে এবং একত্রে কাজ করতে পারে। আশা করছি যে, এটা একটা ভালো রেজাল্ট তৈরি করবে। এভাবে মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম কে অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়ন ও আরকাইভস গঠনের কাজে উৎসাহিত করা হলে তার দেখাদেখি অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোও স্ব-উদ্যোগে এগিয়ে আসবে।

অগ্রণী ব্যাংকের প্রতিনিধির উপরোক্ত প্রস্তাবের উপর বিস্তারিত আলোচনান্তে BARMS এর কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যগণ সহমত পোষণ করেন। সভার সভাপতি প্রফেসর ড. শরীফ উদ্দিন আহমেদ

অগ্রণী ব্যাংক ও BARMS এর পরামর্শ সভা চলছে

মহোদয়ও বিষয়টিতে সন্তোষ প্রকাশ করে অগ্রণী ব্যাংক প্রতিনিধিকে উদ্দেশ্য করে বলেন যে, আপনি যেহেতু অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস ও আরকাইভস নিয়ে কাজ করছেন এবং আপনার ব্যাংকের এমডির উদ্ভাবনের বিষয়গুলো তুলে ধরলেন, তাই আপনি ১৬ নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য BARMS এর সেমিনারে " বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরের রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট: বর্তমান পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ ভাবনা" শীর্ষক একটি মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করলে ভাল হবে।

এভাবে উপরোক্ত ১৩/০৯/১৯ তারিখের BARMS এর সভার ফলোআপ হিসেবে ২২/০৯/১৯ তারিখের সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়ন এবং আরকাইভস গঠনে সহযোগিতা- কল্পে ব্যাংকের সাথে BARMS এর একটি সমঝোতা স্মারক (MOU) স্বাক্ষরের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। BARMS এবং অগ্রণী ব্যাংক একে অপরের কাজে পরস্পর সহযোগিতার হাত প্রসারিত করবে এ মর্মে সভায় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন বক্তব্যে আল আমিন বিন হাসিম কষ্ট স্বীকার করে সভায় উপস্থিত হওয়া এবং ইতিহাস প্রণয়ন ও আরকাইভস গঠন কাজে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রথম উদ্যোগ নেয়ার জন্য এই ব্যাংককে পথিকৃৎ ব্যাংক এবং তার ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোহম্মদ শাম্স-উল ইসলাম কে একজন পথিকৃৎ ব্যাংকার হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের পক্ষ থেকে BARMS নেতৃবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

প্রতিবেদক- সঞ্চিতা শুচি, পিও

ব্যাংকিং সেক্টরে এক বিরল ও মহতী উদ্যোগ অগ্রণীর ব্যাংকারদের ধানকাটা উৎসব

সিরাজগঞ্জে অগ্রণীর ব্যাংকারগণের ফসলের মাঠ অভিমুখে যাত্রা

যমুনা বিধৌত সিরাজগঞ্জের বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠে এবার হয়েছে ধানের বাম্পার ফলন। পাকা ধানের ক্ষেতে এলোমেলো দুরন্ত বাতাস দোল খেলে যায়। ফসলের মাঠে বয়ে চলা বাতাস আর ধানের লুটোপুটি খেলা দেখে কৃষকের প্রাণে জাগে আনন্দের জোয়ার। কিন্তু এই ধান কৃষকরা অল্প সময়ের মধ্যে কেটে ঘরে তুলতে বেগ পাচ্ছিলেন। ঠিক সেই মুহূর্তে কৃষকের ক্ষেতের ধান কাটতে সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের অগ্রণী ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারী-গণ এগিয়ে আসেন।

সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ কিছুদিন আগে কৃষক ভাইদের সাথে নববর্ষ ও শুভ হালখাতা পালন করেন। অত্র অঞ্চলের ১০টি শাখা থেকে বোরো ধান উৎপাদনে ৮০৭ জন কৃষকের মাঝে সর্বনিম্ন সুদ হারে ৩,৩৩,৬১,০০০/-টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। কৃষকদেরকে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে রাজশাহী সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক মো. ওয়ালি উল্লাহ কে সাথে নিয়ে সিরাজগঞ্জের অঞ্চল প্রধান ও সহকারী মহাব্যবস্থাপক এস. এম. জহিরুল ইসলাম প্রতিটি শাখায় শুভ হালখাতা করেন এবং কৃষকদেরকে ঋণ পরিশোধে উদ্বুদ্ধ করেন। উপস্থিত কৃষকদের প্রত্যেককে মিষ্টিমুখ করানো হয়। হালখাতায় উপস্থিত কৃষকদের মধ্যে যারা এই মুহূর্তে ঋণের টাকা পরিশোধ করতে পারবেন না, তাদেরকে ক্ষেতের ফসল ওঠার পর ঋণের টাকা পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। ব্যাংকারদের কথা শুনে উপস্থিত কৃষক ভাইয়েরা আনন্দিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের অগ্রণী'র ব্যাংকারগণ চিন্তা করলেন যে, কৃষকদের নবান্ন উৎসব উদ্‌যাপনে তারাও ব্যাংক এর তরফ থেকে শরীক হবেন। এস এস রোড শাখার সহকারী মহাব্যবস্থাপক ফরিদুল হক ও অন্যান্য শাখা ব্যবস্থাপকগণ, অফিসার সমিতি এবং সিবিএ নেতাদের সাথে নিয়ে সিরাজগঞ্জের অঞ্চল প্রধান ও সহকারী মহাব্যবস্থাপক এস. এম. জহিরুল ইসলাম একটি মিটিং এ বসে কৃষকদের ধান নিজেরা কেটে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কাজটি ততটা সহজ ছিল না। কারণ, বাম্পার ফলন হলেও তখন উক্ত এলাকায় ধানকাটা শ্রমিকের যেমন অভাব, অন্যদিকে তাদের মজুরিও অনেক বেশী অথচ সেই তুলনায় ধানের দাম অনেক কম। ১৮ মে শনিবার ছিল গ্রীষ্মের কাঠফাঁটা রোদ ও প্রচণ্ড গরম, তার উপর রোজার দিন। সিরাজগঞ্জ শহর থেকে ১৭ কি.মি. পশ্চিমে পাঙ্গাসিহাট শাখার ব্যবস্থাপক কর্তৃক আগে থেকে ঠিক করে রাখা দেউলমোড়া গ্রামের কৃষক মো. আলামিন শেখ এর ক্ষেতে পেকে থাকা ১ বিঘা জমির ধান কাটতে ৭০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী রোজা থেকে রওনা হন এবং আলামিন শেখ এর ক্ষেতের ধান কেটে, তা মেশিনে মাড়িয়ে মহিলা অফিসারদের দ্বারা উড়িয়ে অর্থাৎ প্রসেস করে বস্তায় ভরে তার বাড়ীতে পৌঁছে দেয়া হয়। এ দৃশ্য দেখার জন্য আশেপাশের উৎসুক জনতা ভীড় করেন। তা দেখে আরেক কৃষক আলী আকবর একটু দূরে তার ক্ষেতের পাকা ধান কেটে দেয়ার আহ্বান জানালে ব্যাংকারগণ সাথে সাথেই সাড়া দিয়ে আনন্দের সাথে তার ধানও কেটে দেন। ব্যাংকারগণ ধান কাটার কাজে কেউই আগে থেকে অভ্যস্ত ছিলেন না। তার উপর প্রচণ্ড গরম ও রোজা। কাজেই কেউ অসুস্থ হয়ে যেতে পারে এই আশংকায় একজন চিকিৎসক কেও সাথে নেয়া হয়েছিল। চান্দাইকোনা শাখার ব্যবস্থাপক মো. খোশ-লেহাজ উদ্দীন ও আঞ্চলিক কার্যালয়ের সিনিয়র অফিসার আব্দুর রাজ্জাক অসুস্থ হয়ে পড়লে মাঠেই তাদের চিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করা হয়।

কুলায় ধান উড়িয়ে ব্যাংকের মহিলা কর্মকর্তাগণ এই কর্ম উৎসবে সামিল হন

এই ধানকাটা উৎসবের খবর সম্পর্কে অবহিত হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার স্বাক্ষরিত ইদের শুভেচ্ছা কার্ড সিরাজগঞ্জের জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে সিরাজগঞ্জ অঞ্চল প্রধানের কাছে পাঠান। দেশের প্রথিতযশা প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় এ সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। মহান সংসদের বাজেট অধিবেশনে এবং বিভিন্ন আলোচনা ও টকশোতে এই ছবি রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। দেশ ও বিদেশ থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও বিষয়টি অনেক প্রশংসিত হয়েছে। ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ দলিল বার্ষিক রিপোর্ট ২০১৮ তে এই ধানকাটার ছবি ছাপা হয়েছে।

ধান কাটছেন সিরাজগঞ্জ অঞ্চলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

প্রতিবেদক- এস এম জহিরুল ইসলাম, সহকারী মহাব্যবস্থাপক এবং অঞ্চল প্রধান, সিরাজগঞ্জ অঞ্চল

অগ্রণী'র সংক্ষিপ্ত সংবাদ

শোকাবহ আগস্টে জাতির পিতার প্রতি অগ্রণী ব্যাংকের শ্রদ্ধা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংক জাতীয় শোক দিবস পালন পরিষদ ২০১৯ এর উদ্যোগে মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করা হয়। কর্মসূচীর মধ্যে ছিল কালো ব্যাজ ধারণ, কালো পতাকা উত্তোলন, জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণ, তোরণ নির্মাণ, স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচী, মিলাদ মাহফিল, আলোচনা সভা, ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে ও বনানী কবরস্থানে ১৫ আগস্টে নিহত মহান শহীদদের প্রতি পুস্পস্তবক অর্পণ। ২০ আগস্ট মঙ্গলবার ব্যাংকে কাঙালিভোজের আয়োজন করা হয়। ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলায় নিহতদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে কোরানখানি ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক কাজী ছাইদুর রহমান-কে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড -এ পর্যবেক্ষক নিয়োগ

গত ৯-১০-২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক কাজী ছাইদুর রহমান-কে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এ পর্যবেক্ষক হিসেবে নিয়োগ প্রদান করায় পর্ষদের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন ড. জায়েদ বখ্‌ত।

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের শ্রদ্ধাঞ্জলি

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার সমাধিতে মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এর শ্রদ্ধাঞ্জালি
আলোকচিত্র - খন্দকার মফিজুল ইসলাম

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর এমডি এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম দ্বিতীয় মেয়াদে ৩ বছরের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তিতে টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতার কবর জিয়ারত করেন এবং ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এসময় ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের নির্বাহী ও কর্মকর্তাগণ তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন।

সদ্য পদোন্নতিপ্রাপ্ত অফিসারদের ব্যাংকিং বুনিয়াদী প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত সম্প্রতি পদোন্নতিপ্রাপ্ত অফিসারদের (১৫৭ তম এবং ১৫৮তম ব্যাচের) ব্যাংকিং বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করেন ড. জায়েদ বখ্‌ত।

অগ্রণী পরিবারের সদস্যদের লেখা ২৫টি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৯-এ অগ্রণী ব্যাংকে কর্মরত ২৩ জন লেখকের ২৫টি বইয়ের মোড়ক উন্মোচিত হয় জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে। ছবিতে লেখকদের সাথে ডান দিক থেকে বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালক নারায়ণ চন্দ্র শীল, ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক মো. আকরাম হোসেন, মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা।

ই-ফাইলিং সিস্টেম শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধন

১৫ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অগ্রণী ব্যাংকের ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে সরকারের এটুআই (a2i) প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে ই-ফাইলিং সিস্টেম শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উপসচিব মো. খোরশেদ আলম খান উপস্থিত ছিলেন।

ব্যাংকের পক্ষ থেকে শীতবস্ত্র হস্তান্তর

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড -এর পক্ষ থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন, এমপি এর নিকট গত ২৪ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে শীতবস্ত্র হস্তান্তর করা হয়েছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন- সিলেট পশ্চিম অঞ্চলের উপ-মহাব্যবস্থাপক মো. আশেক এলাহী, সিলেট সার্কেল এর উপ-মহাব্যবস্থাপক মাহমুদ রেজা, সিলেট পূর্ব অঞ্চলের উপ-মহাব্যবস্থাপক মো. আবুল মনসুর আহমদ, সিলেট অঞ্চলের অফিসার সমিতির সাধারণ সম্পাদক শেখ মো. মইনুদ্দিন (নোমান) সহ অন্যান্যরা।

বিজয় দিবসে অগ্রণী পরিবারের শ্রদ্ধাঞ্জলি

১৬ ডিসেম্বর ২০১৯ মহান বিজয় দিবসে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামের নেতৃত্বে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছে অগ্রণী ব্যাংক মহান বিজয় দিবস উদযাপন কমিটি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের পরিচালক ড. মো. ফরজ আলী, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ইউসুফ আলী ও মো. রফিকুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক, উপ-মহাব্যবস্থাপক ও সহকারী মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, ব্যাংকের এক্সিকিউটিভ ফোরাম, অফিসার সমিতি, সিবিএ এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদ এর নেতৃবৃন্দসহ সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ।

ব্যাংকের প্যানেল আইনজীবীদের সঙ্গে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মতবিনিময় সভা

অগ্রণী ব্যাংক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং প্রধান কার্যালয়ের ল' ডিভিশন কর্তৃক ১৬-১১-২০১৯ তারিখ ব্যাংকের আইন পরামর্শক/আইন উপদেষ্টা/প্যানেল আইনজীবীদের সঙ্গে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম, আইন পরামর্শক, সৈয়দ আব্দুর রহিম এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ।

ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং ইউনিট কর্তৃক অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড- কে একটি এ্যাম্বুলেন্স প্রদান

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ইসলামী ব্যাংকিং ইউনিট কর্তৃক আল্লাহ্‌র রাস্তায় সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অগ্রণী ব্যাংকের সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং প্রধান কার্যালয়ের আশেপাশের জনসাধারণের জরুরি সেবার জন্য অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড-কে একটি এ্যাম্বুলেন্স প্রদান করা হয়েছে। ২১-১১-২০১৯ তারিখে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং ইউনিটের দায়িত্বপ্রাপ্ত মহাব্যবস্থাপক মাহমুদুল আমীন মাসুদ এ্যাম্বুলেন্সটির চাবি ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এর নিকট হস্তান্তর করেন। এসময়ে ব্যাংকের ডিএমডি মো. ইউসুফ আলী, মো. আনিসুর রহমান, মো. রফিকুল ইসলাম এবং অন্যান্য মহাব্যবস্থাপক ও উপ-মহাব্যবস্থাপকবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন।

অগ্রণী ব্যাংকের সাথে সিলেট চেম্বারের মতবিনিময় সভা

অগ্রণী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এবং সিলেট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি'র নেতৃবৃন্দের সাথে ২৭ নভেম্বর বিকাল সাড়ে ৩টায় চেম্বার কার্যালয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সিলেট চেম্বারের সভাপতি আবু তাহের মো. শোয়েব। সভায় মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম বলেন, অগ্রণী ব্যাংক একটি দূরদর্শী ব্যাংক। এ ব্যাংক ব্যবসায়ীদেরকে সিঙ্গেল ডিজিটে ঋণ প্রদান করে যাচ্ছে, তিনি ব্যবসায়ীদেরকে অগ্রণী ব্যাংকের সহায়তা নিয়ে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। ব্যাংকের তামাবিল শাখায় ট্রাভেল ট্যাক্স গ্রহণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে তিনি জানান। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিলেট সার্কেলের মহাব্যবস্থাপক মো. নাজমুল হক, সিলেট পশ্চিম অঞ্চলের উপ-মহাব্যবস্থাপক মো. আশেক এলাহী, সিলেট পূর্ব অঞ্চলের উপ-মহাব্যবস্থাপক মো. আবুল মনসুর আহমদ, মৌলভীবাজার অঞ্চলের উপ-মহাব্যবস্থাপক মাহমুদ রেজা, সিলেট চেম্বারের সহ-সভাপতি তাহমিন আহমদ প্রমুখ।

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৬-২০১৭ অর্জনকারী রপ্তানিকারকদের সংবর্ধনা দিয়েছে অগ্রণী ব্যাংক

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৬-২০১৭ অর্জনকারী রপ্তানিকারকদের সংবর্ধনা দিয়েছে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড। অনুষ্ঠানটি অগ্রণী ব্যাংক ভবনের ৬ষ্ঠ তলায় বোর্ড রুমে ৩০-০৯-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মো. আসাদুল ইসলাম , সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সম্মানিত পরিচালকবৃন্দ এবং পর্যবেক্ষক অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. জায়েদ বখ্‌ত, চেয়ারম্যান, পরিচালনা পর্ষদ, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড।

সম্মানিত অতিথিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও। অনুষ্ঠানে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ এবং মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উত্তরাতে অগ্রণী ব্যাংকের ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো উদ্বোধন

গত ৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ রবিবার অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড উত্তরা মডেল টাউন কর্পোরেট শাখা, ঢাকা-এর ইসলামী ব্যাংকিং উইন্ডো চালু করা হয়েছে। অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর মহাব্যবস্থাপক মো. খোরশেদ আলম (বর্তমানে পিআরএল) ইসলামী উইন্ডো শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন উপ-মহাব্যবস্থাপক নূর মোহাম্মদ (বর্তমানে পিআরএল), সহকারী মহাব্যবস্থাপক শেখ মো. মনিরুল ইসলাম ও ইসলামী উইন্ডোর ব্যবস্থাপক মো. তামজিদ হোসেন। অনুষ্ঠানে উত্তরা মডেল টাউন কর্পোরেট শাখার কর্মকর্তা কর্মচারীসহ বিপুল সংখ্যক গ্রাহক এবং শুভাকাঙ্ক্ষী উপস্থিত ছিলেন।

'বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে রেকর্ডস ম্যানেজমেন্ট: বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ ভাবনা' শীর্ষক সেমিনার

গত ১৬ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ শনিবার জাতীয় জাদুঘরের কবি সুফিয়া কামাল মিলনায়তনে বাংলাদেশ আরকাইভস্ এ্যান্ড রেকর্ডস ম্যানেজমেন্ট সোসাইটি (বারমস) কর্তৃক 'বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে রেকর্ডস ম্যানেজমেন্ট : বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যৎ ভাবনা' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বারমস এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. শরীফ উদ্দিন আহমদ। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফরিদ আহমেদ ভূইয়া, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), আরকাইভস্ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, সৈয়দ মাহবুবুর রহমান, সভাপতি, অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ। সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন আল আমিন বিন হাসিম, সদস্য সচিব, অগ্রণী ব্যাংকের ইতিহাস প্রণয়ন ও আরকাইভস গঠন টিম। আলোচক হিসেবে সরকারের অতিরিক্ত সচিব ও সাধারণ সম্পাদক বারমস জালাল আহমদ, ইতিহাস গবেষক দৈনিক ইত্তেফাক -এর সাংবাদিক দেলওয়ার হাসান এবং ডাটাফোর্ড -এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এইচ খসরু অংশগ্রহণ করেন।

অগ্রণী ব্যাংক পূজা পরিষদ বাংলাদেশ এর শারদীয় দুর্গোৎসব প্রকাশনা ১৪২৬ 'মঙ্গলালোক' এর মোড়ক উন্মোচন

অগ্রণী ব্যাংক পূজা পরিষদ বাংলাদেশ, কেন্দ্রীয় পরিষদের শারদীয় দুর্গোৎসব প্রকাশনা ১৪২৬ 'মঙ্গলালোক' এর মোড়ক উন্মোচন গত ৬ নভেম্বর ২০১৯ ৬ষ্ঠ তলায় বোর্ড রুমে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মোড়ক উন্মোচন করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। তিনি বলেন, সকল ধর্মাবলম্বী ব্যাংকারগণকে অশুভ চিন্তা বিনাশ করে, শুভ চিন্তা ধারণ করে প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করতে হবে। পরিষদের সভাপতি রঞ্জন কুমার সরকারের সঞ্চালনা ও সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উপ- ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ইউসুফ আলী, মো. আনিসুর রহমান, মো. রফিকুল ইসলাম, নিজাম উদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ এবং এক্সিকিউটিভ ফোরাম, অফিসার সমিতি, কর্মচারী সংসদ (সিবিএ) ও মুক্তিযোদ্ধা সংসদ সন্তান কমান্ডের নেতৃবৃন্দ। অগ্রণী ব্যাংক পূজা পরিষদের উপদেষ্টামণ্ডলী, কার্যকরী কমিটি, আজীবন সদস্য এবং সাধারণ সদস্যবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন। মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রীতিভূষণ সরকার পার্থ।

জাতীয় চার নেতার শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে মিলাদ ও দোয়া মাহফিল

প্রধান কার্যালয়ের ৯ম তলায় কেন্দ্রীয় নামাজ ঘরে, জাতীয় চার নেতার শাহাদাত বার্ষিকী ও ৩ নভেম্বর জেল হত্যা দিবস উপলক্ষ্যে মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, নির্বাহী, এক্সিকিউটিভ ফোরাম, অফিসার সমিতি, সিবিএ নেতৃবৃন্দ সহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।

ই-অগ্রণী দর্পণ

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ডিসেম্বর ২০১৯

অর্থনীতি

বাংলাদেশে চামড়া শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা:
অগ্রণী ব্যাংকের অর্থায়ন ভাবনা

আমাদের কোরবানির ইদের বড় একটি অর্থনৈতিক দিক হল জবাইকৃত পশুর কাঁচা চামড়া সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাত করণ। ই-অগ্রণী দর্পণ রিসার্চ টিম দেশের চামড়া শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করার পাশাপাশি এ সেক্টরে অগ্রণী ব্যাংকের অর্থায়ণ নিয়ে নিম্নে কিছু সুপারিশ উপস্থাপন করছে।

চামড়া শিল্পে বিদ্যমান সমস্যা

ক) কোরবানিতে কাঁচা চামড়া সংগ্রহ

দেশের অর্থনীতিতে রপ্তানি খাতগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ খাত হল চামড়া শিল্প খাত যদিও বিশ্ব হিস্যায় তা মাত্র ০.৫ ভাগ। এ বছর লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে চামড়া সংগ্রহ কম হয়েছে। কাঁচা চামড়ার বাৎসরিক চাহিদার বৃহৎ অংশ সংগ্রহ হয় এই ইদের সময় অথচ ইদের চামড়া সংগ্রহ ও সংরক্ষণ নিয়ে এখন পর্যন্ত ভাল ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠেনি।

খ) বৈশ্বিক চাহিদায় মন্দা

ই- দর্পণ টিম এর পক্ষ থেকে দেশের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ট্যানারি যেমন এপেক্স ট্যানারী, এবিসি ফুট ওয়্যার, গুজ লি. এবং ব্যাংকের আমিন কোর্ট, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং শান্তি নগর শাখার কয়েকজন ঋণ কর্মকর্তার মতামত নেয়া হয়েছে। এ থেকে জানা যায়, ২০০৭ সালে সারা বিশ্বে যে অর্থনৈতিক মন্দা হয় তার প্রভাবে বিশ্বে চামড়ার মোট চাহিদা কমে যায়। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে চামড়ার দামও কমে যায়। স্বভাবতই তার একটা ধাক্কা আমাদের দেশেও পড়ে, যার প্রতিফলন চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

গ) হাজারীবাগ থেকে সাভারে চামড়া শিল্প নগরীতে স্থানান্তর

ইতোমধ্যে প্রায় সকল ট্যানারি রাজধানীর হাজারীবাগ থেকে সাভারে চামড়া শিল্প নগরীতে স্থানান্তর করা হয়েছে। তবে রাস্তাঘাট, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য অবকাঠামো সম্পূর্ণভাবে গড়ে না উঠায় উৎপাদন অনেক কম হচ্ছে। শিল্পনগরের ১২১ টি ট্যানারির ১২০ কোটি বর্গমিটার চামড়া উৎপাদনের সক্ষমতা থাকলেও বর্তমানে উৎপাদন হচ্ছে মাত্র ২০ কোটি বর্গমিটার (সূত্র: দেশ রূপান্তর)। বন্দর নগরী চট্টগ্রামের ২২টি ট্যানারির উৎপাদনও ভালো নেই।

ঘ) সিইটিপি কার্যকর না হওয়া

চামড়া শিল্পের শতভাগ কাঁচামাল দেশে উৎপাদিত হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে উৎপাদন ও রপ্তানি আয় ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। সাভারে শিল্প নগরীতে কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার (সিইটিপি) নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। এ কারণে ট্যানারির মালিকগণ আন্তর্জাতিক ক্রেতাদের শর্ত অনুযায়ী কারখানার পরিবেশের মানদন্ড বজায় রেখে পণ্য উৎপাদন করতে পারছেন না।

ঙ) আন্তর্জাতিক ক্রেতা জোট-লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ (এলডব্লিউজি) এর ছাড়পত্র

পরিবেশ বান্ধব কারখানা ও পরিবেশ মানদন্ড বজায় রেখে উৎপাদন করতে না পারলে চামড়ার আন্তর্জাতিক ক্রেতা জোট লেদার ওয়ার্কিং গ্রুপ (এলডব্লিউজি) এর ছাড়পত্র পাওয়া যাবে না।

চ) কম্পোজিট কম্প্লায়েন্স

বিদেশি ক্রেতাদের চাহিদা মোতাবেক দেশীয় ট্যানারি কারখানার কম্পোজিট কম্প্লায়েন্স না থাকায় বাংলাদেশের যে সকল প্রতিষ্ঠান বিদেশে চামড়ার তৈরি জুতা রপ্তানি করে, তাদেরকে বিদেশ থেকে চামড়া আমদানি করতে হয়।

ছ) সিনথেটিক ও রেক্সিনের ব্যাবহার বৃদ্ধি

সিনথেটিক ও রেক্সিন জাতীয় কাপড়ের ব্যবহারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জনপ্রিয়তার অনেকটা কারণও কিন্তু বিশ্ব মন্দা। এ মন্দার ফলে বিশ্বে উন্নত দেশগুলোর মোট আয় কমে যায়। কম খরচে সবচেয়ে বেশি উপযোগ যাতে পাওয়া যায় সেটির দিকে মানুষ ঝুঁকে পড়ে।

জ) দক্ষ কর্মীর অভাব

চামড়া শিল্পে নিয়মিত একটি সমস্যা হল আধা দক্ষ ও দক্ষ শ্রমবল থেকে শুরু করে নকশাকারক, কারিগরি শ্রমিক ও মান ব্যবস্থাপনা, মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা সহ তত্ত্বাবধায়ন ও ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা পর্যন্ত দক্ষ কর্মীর অভাব।

ঝ) অন্যান্য সমস্যা

এ ছাড়াও রয়েছে লোডশেডিং, অপর্যাপ্ত জেনারেটর ব্যবস্থা, অপ্রতুল সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, ভঙ্গুর অবকাঠামো, আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে পণ্যের আধুনিকায়নে সামঞ্জস্যতা না থাকা, বিশ্ব বাজারের দরপতনে এ শিল্পের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়া, পুঁজির সংকট, নতুন বিনিয়োগের সংকট, অপ্রতুল ব্যাংক ঋণ, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ইত্যাদি।

ঞ) ব্যাংকারগণ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন

অন্যদিকে ব্যাংক কর্তৃক গ্রাহককে ঋণ প্রদান করতে গিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়। যেমন- বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গ্রাহক প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি দাখিল করে না, কাগজপত্র দাখিলে অধিক সময় নেয়, ডকুমেন্ট সঠিক থাকে না, পর্যাপ্ত জামানতের ও সন্তোষজনক লেনদেনের অভাব। আবার অনেক ক্ষেত্রে গ্রাহক যে উদ্দেশ্যে ঋণ নেয়, সে কাজে ব্যয় করে না অথবা অনুৎপাদনশীল অন্য কাজে ব্যয় করে। ফলে সে ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়। শ্রেণীকৃত ঋণ বৃদ্ধি পায়।

সমস্যার ফলাফল

উপর্যুক্ত দেশিয় সমস্যা এবং বিশ্ব মন্দার কারণে বিদেশি অর্ডার কমে যাচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠানগুলোর তৈরি পণ্য অবিক্রিত থেকে যাচ্ছে। ফলে ঋণ খেলাপি বাড়ছে।

সম্ভাবনা

এ শিল্পের শতভাগ কাঁচামাল দেশেই উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশের প্রস্তুতকৃত চামড়ার গুণগতমান ভাল হওয়ায় বিশ্ববাজারে এর কদর আছে। পাকা চামড়ার পাশাপাশি চামড়াজাত পণ্য যেমন-জুতা, ট্রাভেল ব্যাগ, বেল্ট, জ্যাকেট এবং ওয়ালেটেরও চাহিদা আছে। বাংলাদেশের চামড়ার জুতা জাপানে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি হয় বলে জাপান বাংলাদেশকে ডিউটি ফ্রি ও কোটা ফ্রি সুবিধা দেয়।

চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য যুদ্ধের কারণে যুক্তরাষ্ট্র বিকল্প বাজার খুঁজবে। বাংলাদেশ এই সুযোগকে সহজেই লুফে নিয়ে কাজে লাগাতে পারে।

অগ্রণী ব্যাংকের চামড়া ঋণ বিতরণ পরিস্থিতি

এই বছর অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেডের চামড়া খাতে ঋণ বিতরণ বেড়েছে। ২০১৭ সালে মোট ঋণের পরিমাণ ছিল ১০৪৪.৩৩ কোটি টাকা। ২০১৮ সালে ছিল ১২৫৭.৪৯ কোটি টাকা এবং শ্রেণীকৃত ঋণের হার ছিল ৫.৫৩%। ২০১৯ সালের জুলাই পর্যন্ত ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় ১২৯৫.৪৮ কোটি টাকা।

গত বছর ইদ-উল-আযহায় কোরবানির পশুর চামড়া কিনতে অগ্রণী ব্যাংক ৪টি প্রতিষ্ঠানকে ১৪৫ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করেছে এবং এ বছর সাতটি প্রতিষ্ঠানকে ১৬০ কোটি টাকা ঋণ প্রদান করছে।

চামড়া শিল্প উন্নয়নে করণীয়

- সিইটিপি সম্পূর্ণ কার্যকর করা
- সিইটিপি পরিচালনার জন্য যে কম্পানি গঠন করা হয়েছে তার কারিগরি সহায়তা ও প্রশিক্ষণ প্রদান
- বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য স্বল্প সুদে ঋণ প্রদান
- ট্যানারি শিল্প সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক দ্রব্য আমদানিতে কর অবকাশ সুবিধা প্রদান
- দক্ষ শ্রমিক গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা
- রাস্তাঘাট নির্মাণ ও উন্নয়ন করা
- পণ্যে বৈচিত্র্য আনয়নে গবেষণা ও উন্নয়নের কাজে ব্যয় বৃদ্ধি করা
- বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করা
- এলডব্লিউজি'র ছাড়পত্র প্রাপ্তির জন্য কারখানার পরিবেশের মানদন্ড বজায় রাখতে ট্যানারি মালিকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা
- চামড়ার বিকল্প পণ্য আমদানি নিরুৎসাহিত করা

অগ্রণী ব্যাংকের জন্য কিছু বিবেচ্য বিষয়

- ইদ অগ্রীম ঋণ সীমা যদি নতুন বছরের জন্য না বাড়ে এবং আগের ঋণ সম্পূর্ণ সমন্বয় হয়, তবে লাইন ম্যানেজমেন্ট এর মাধ্যমে পূর্বের মঞ্জুরী সীমা নবায়নের সুযোগ দেয়া।
- পরিবেশগত কম্প্লায়েন্স কার্যক্রম গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান।
- পরিবেশ ছাড়পত্র যাচাই বাছাই করে ঋণ দেয়া প্রদেয় ঋণ সঠিক-ভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে কিনা তা নিয়মিত তদারকি করা।
- এলডব্লিউজি'র ছাড়পত্র প্রাপ্তির জন্য কারখানার পরিবেশের গুনগত মান বজায় রাখতে প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণ সহায়তা প্রদান।

মন্তব্য

বিশ্বে ১.৩-১.৮% গবাদি পশুর আবাসস্থল বাংলাদেশে অথচ চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে হিস্যা মাত্র ০.৫ ভাগ। পাদুকা উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান বেশ ভাল। খাতটির আশু সমস্যাগুলো দূর করে এবং উন্নত করে বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশ ভাল আবস্থানে পৌঁছাতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্যযুদ্ধের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের চামড়াজাত পণ্য যুক্তরাষ্ট্রের বাজার দখল করানোর জন্য যে কোন শিল্পের মতই চামড়া শিল্পকে এগিয়ে নিতে ব্যাংক ঋণের বিকল্প নেই। চামড়া খাতে রপ্তানি আয়কে বৃদ্ধি করতে সরকার, ব্যাংক ও পণ্য উৎপাদনকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে সমন্বিতভাবে এবং একযোগে কাজ করতে হবে। ব্যাংক ঋণ বিতরণ কার্যক্রম দ্রুত ও সহজিকরণ করলে এবং পরিবেশগত কম্প্লায়েন্স কার্যক্রম গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ প্রদান করলে এ শিল্পের উন্নয়নের গতি আরো ত্বরান্বিত হবে এবং আন্তজাতিক মার্কেট সমূহে বাংলাদেশের চামড়াজাত পণ্যের একটি ব্রান্ডিং সৃষ্টি হবে।

প্রতিবেদক- ইসরাত ইরিন, এসও

বিশ্ব অর্থনীতিতে যুক্তরাষ্ট্র-চীনের বানিজ্যযুদ্ধের প্রভাব: বাংলাদেশের করণীয়

যুদ্ধে লিপ্ত দেশগুলো যেমন প্রত্যেকেই কম বা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে, তেমনি যুক্তরাষ্ট্র- চীন বিদ্যমান বাণিজ্যযুদ্ধেও এই দু'টি দেশ নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা থাকাটা স্বাভাবিক, কিন্তু সংঘাত ভাল ফল দেয় না। যুগে যুগে বিশ্ব শক্তিগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা একটি সাধারণ ঘটনা। তাদের মধ্যে বাণিজ্যযুদ্ধ মূলত: বিশ্ব অর্থনীতিকে নিজেদের কব্জায় রাখার একটি লড়াই।

বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রভাব

মার্কিন-চীন বাণিজ্যযুদ্ধের প্রভাব বিশ্ব অর্থনীতিতেও পড়তে শুরু করেছে। মার্কিন-চীন বাণিজ্য সংঘাত বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধিকে চাপে ফেলেছে। এমনকি ২০২০ সালে আবার একটি বৈশ্বিক মন্দার আশংকা করা হচ্ছে। বৈশ্বিক ম্যানুফ্যাকচারিং কার্যক্রম সংকুচিত হয়ে আসছে এবং মুনাফা হোঁচট খাচ্ছে। ব্যবসায়িক আস্থার জায়গাটি কিঞ্চিৎ নড়ে উঠায় বিশ্বজুড়ে মূলধন ব্যয় সংকুচিত হচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে প্রভাব

চীনের সাথে চলমান বাণিজ্যযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি থেকে নিজেদের অর্থনীতিকে বাঁচাতে সুদের হার কমানো সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সত্ত্বেও বড় মাশুল গুণতে হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে। এ যুদ্ধের মাধ্যমে নিজের পায়ে যেন নিজেই কুড়াল মারল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। নিজেদের অর্থনীতির আধিপত্য বজায় রাখতে যুক্তরাষ্ট্রের শুরু করা বাণিজ্যযুদ্ধ উল্টো যুক্তরাষ্ট্রকেই আঘাত করা শুরু করেছে। ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে মোট বাণিজ্য হয়েছে ৭৩৭.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তারমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র চীনে মোট পণ্য ও সেবা রপ্তানি করে ১৭৯.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং চীন থেকে আমদানি করে ৫৫৭.৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৮ সালে চীনের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য ঘাটতি ৩৭৮.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার । ২০১৭ সালের চেয়ে ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে চীনের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ১৭% বেশি। চীন-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যে যুক্তরাষ্ট্রের এই ঘাটতি সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায় ২০১৮ সালে।এ যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের জিডিপি-র প্রবৃদ্ধি কমতে শুরু করেছে বিভিন্ন দেশের পণ্য আমদানিতে যুক্তরাষ্ট্র যে উচ্চ শুল্ক আরোপ করেছে তা দীর্ঘ সময় ধরে বলবৎ থাকলে জিডিপি প্রবৃদ্ধি আরো কমতে থাকবে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের ভোক্তারা সবচেয়ে বেশি ভুক্তভোগী হবে। বাণিজ্যযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে চলতি বছর পর্যন্ত অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রিয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ কয়েকবার সুদের হার কমিয়েছে। আরো একবার অর্থাৎ ২০২০ সালেও তাদেরকে সুদের হার কমাতে হতে পারে।

২০১৮ সালে চীন-যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য পরিসংখ্যান

	চীন	যুক্তরাষ্ট্র
বাণিজ্য ভারসাম্য	$৩২৩.৩২ (উদ্বৃত্ত)	$৩৭৮.৬ (ঘাটতি)
সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ	$১০৭.৬ (২০১৭ সালে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক চীনে বিনিয়োগ করে)	$৩৯.৫ (২০১৭ সালে চীন কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগ করে)

চীনের অর্থনীতিতে প্রভাব

চলমান বাণিজ্যযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে চীন সরাসরি বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। চীনের রপ্তানি ভিত্তিক প্রবৃদ্ধি মডেল এ বাণিজ্যযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তার একটি ঋণাত্মক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে দেশটির শ্রমশক্তি বাজার ও ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে । ২০১৮ সালে চীন যুক্তরাষ্ট্রে মোট পণ্য রপ্তানি করে প্রায় ৫৩৯.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০১৭ সালের চেয়ে ৩৪.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৬.৭% বেশি। ২০১৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সার্বিক আমদানির ২১.২% আসে চীন থেকে। চীন হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় বৃহত্তম কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানিকারক দেশ। কাজেই উচ্চ ট্যারিফের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে চীনা পণ্য রপ্তানি বাঁধাগ্রস্ত হলে চীনের অর্থনীতি এক বিরাট ধাক্কা খাবে।

ইউরোজোনের অর্থনীতিতে প্রভাব

চলমান বাণিজ্যযুদ্ধসহ ডেমোগ্রাফিক পরিবর্তন ও অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পালাবদলের কারণে ইউরোপের অপেক্ষাকৃত স্থিতি-শীল অর্থনীতিগুলোকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। বিশেষত, বিশাল সংখ্যক প্রবীণ নাগরিক ও ব্রেক্সিট এর কারণে ইউরোজোনের দেশগুলো বিভিন্ন অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের মুখে রয়েছে। অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে সেখানকার জিডিপি-র প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতি উভয়ই শ্লথ হয়ে পড়েছে। ২০১০ সালের পর ইউরোজোনে বার্ষিক গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও সিপিআই মূল্যস্ফিতি হয়েছে ১.০৪ শতাংশ করে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রভাব

যুক্তরাষ্ট্র-চীন বাণিজ্যযুদ্ধে বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রত্যক্ষভাবে তেমনটা আঘাতপ্রাপ্ত হয়নি। বৈদেশিক বাণিজ্যে এ দুটি দেশই বাংলাদেশের কাছে সমান গুরুত্ব বহন করে। ভূ-রাজনৈতিক কারণে চীনের কাছে বাংলাদেশ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই দুই দেশের বাণিজ্যযুদ্ধের কারণে বাংলাদেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে নিম্নোক্তভাবে বাংলাদেশ তার বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়ে এবং নতুন বাণিজ্যের পথ খুঁজে অর্থনীতিকে আরো এগিয়ে নিতে পারবে।

বাংলাদেশ যে সকল দেশ থেকে পণ্য ও সেবা আমদানি করে তাদের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে চীন। ২০১৭ সালে বাংলাদেশ চীন থেকে ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি পরিমাণ পণ্য ও সেবা আমদানি করে। আমদানিকৃত পণ্যের মধ্যে রয়েছে তুলা, মূলধনী

যন্ত্রপাতি, লোহা ও স্টীল, তৈরী পোশাক, শিল্পের কাঁচামাল, ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য, কসমেটিক্স, রাসায়নিক দ্রব্য, প্লাস্টিক ইত্যাদি। যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশের শীর্ষ আমদানি দ্রব্যগুলো হল- সয়াবিন, সুতা, লোহা ও স্টীল, বিমান, গম, মেশিনারিজ ইত্যাদি। বাংলাদেশ বছরে গড়ে ২ মিলিয়ন ভোজ্য তেল আমদানি করে যার ৩০ শতাংশ সয়াবিন তেল। মোট সয়াবিন আমদানির ৯৮ শতাংশ আসে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলো থেকে। বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যে বাংলাদেশের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত আছে ৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বাণিজ্যযুদ্ধের কারণে চীন যুক্তরাষ্ট্রের উপর অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করায় যুক্তরাষ্ট্র এ ক্ষতি পুষিয়ে নিতে নতুন রপ্তানি বাজার খুঁজবে এবং বাংলাদেশের সাথে তাদের বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস করতে রপ্তানি বৃদ্ধি করতে চাইবে। সুতরাং বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলনামূলক কম মূল্যে সয়াবিন আমদানি করতে পারবে এতে দেশের ভোক্তাকূল উপকৃত হবে। শুধু তাই নয় চলমান বাণিজ্যযুদ্ধের কারণে বাংলাদেশের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে জিএসপি সুবিধা ফিরে পওয়ার বিষয়ে আলোচনা করার, যা আমাদের পোশাক রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই এই দুই দেশের বাণিজ্যযুদ্ধ বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের জন্য নতুন সম্ভাবনার পথ তৈরি করেছে। এ দেশের মোট রপ্তানির ৮০ শতাংশ দখল করে আছে পোশাক শিল্প। পোশাক শিল্পে বড় ক্রেতা হল যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের ৫১ তম বৃহৎ বাণিজ্য আংশিদার। যুক্তরাষ্ট্র ও চীন বাণিজ্যযুদ্ধে সবচেয়ে লাভবান হবে ভারত, ভিয়েতনাম, চিলি, মেক্সিকো, বাংলাদেশ। এদের মধ্যে বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে সুবিধাজনক অবস্থানে আছে। চলমান বাণিজ্যযুদ্ধে শুল্ক বৃদ্ধিতে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্র চীনে তাদের শ্রমঘন ম্যানুফ্যাকচারিং কারখানাগুলো এশিয়ার দেশগুলোতে স্থানান্তর করতে চাইবে। সুতরাং বাংলাদেশের শ্রমঘন শিল্প, বৃহৎ জনসংখ্যার কর্মীবাহিনী, কার্যকর শ্রমিক সংঘের অনুপস্থিতি এবং নিম্ন বেতন এর কারণে উৎপাদন খরচ কম হওয়ায় এ দেশ বিদেশি বিরিয়োগকারিদের কাছে বিনিয়োগের জন্য একটি আকর্ষণীয় স্থান।

বাংলাদেশে মোট লোহার চাহিদার বেশির ভাগ অংশ পূরণ হয় যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিকৃত স্ক্রাপ আয়রন দিয়ে এবং কিছু অংশ পূরণ হয় জাহাজ ভাংগা লোহা থেকে। উল্লেখ্য, সারাবিশ্বে মোট যে পরিমাণ জাহাজ ভাংগার কাজ হয় তার ২৫ শতাংশ হয় বাংলাদেশে এবং দেশের স্টীল চাহিদার উল্লেখযোগ্য অংশ এই শিল্প থেকে আসে। ২০১৮ সালের মার্চে যুক্তরাষ্ট্র সকল ধরণের স্টীল আমদানিতে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে। তারই পরোক্ষ প্রভাবে বাংলাদেশে লোহা ও নির্মাণ সমগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশ লোহার এই দেশিয় উৎসকে অগ্রধিকার দিয়ে অর্থনৈতিক অঞ্চল তৈরি করলে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা যাবে। বাংলাদেশ বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ এর সদস্য। তাই চীনের কাছে বাংলাদেশের গুরুত্ব অনেক। চীন ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশে সরাসরি বিনিয়োগ করে ৫০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা তার আগের বছর ছিল মাত্র ৬৮.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

গ্রন্থনা- ইসরাত ইরিন, এসও

ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ২৭টি ব্যাংককে ১২টিতে একীভূতকরণ

পাহাড়সম ঋণের বোঝা নিয়ে ডুবন্তপ্রায় ব্যাংকিং খাতকে পুনর্গঠন করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ফেরাতে বিভিন্ন মেগাপরিকল্পনার অংশ হিসেবে ও ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদনে আর্থিক জালিয়াতির বিষয়টি উঠে আসার পরপরই ৩০ আগস্ট ২০১৯ তারিখে ভারতের ২৭টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক একীভূত হয়ে ১২টি ব্যাংকে পরিণত করার ঘোষণা দেন ভারতের অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। ব্যাংক একীভূতকরণ প্রসঙ্গে সীতারমণ বলেন, ভারতের অর্থনীতিকে পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করতে ও একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতেই নতুন এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তিনি প্রতিটি ব্যাংককে ঝুঁকি ব্যবস্থাপক নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছেন। একীভূত করার ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ব্যাংকগুলোর উপস্থিতি আরও বাড়বে, এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন ভারতের অর্থমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দ্বিতীয় দফার সরকারের ব্যাংক খাত সংস্কার ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সংখ্যা কমানোর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক একীভূত করার এই উদ্যোগ নেয়া হয়। এসব একীভূতকরণ এর আগে দেনা ব্যাংক, বরোদা ব্যাংক ও বিজয়া ব্যাংকের সংযুক্তিকরণের মতোই মসৃণ হবে। কোনো কর্মী ছাঁটাই হবে না বলেও আশ্বস্ত করেছেন ভারতের অর্থ সচিব রাজীব কুমার।

বেশ কিছু সংযুক্তিকরণের ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সংখ্যা ২৭ থেকে কমে হবে ১২। এর মধ্যে ১০টি বড় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক মিশে হয়ে যাচ্ছে ৪টি। ওরিয়েন্টাল ব্যাংক অব কমার্স ও ইউনাইটেড ব্যাংক নয়াদিল্লি ভিত্তিক পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকে একীভূত হচ্ছে। স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার (এসবিআই) পর এটা হবে দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক। নতুন এই ব্যাংকটি পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের চেয়ে আকারে প্রায় দেড় গুণ বড় হবে। ব্যাংকটির মূলধন হবে প্রায় ১৭ দশমিক ৯৫ লাখ কোটি রুপি। দক্ষিণ ভারতের কানাড়া ব্যাংক ও সিন্ডিকেট ব্যাংক একীভূত হচ্ছে। মিশে যাচ্ছে ইউনিয়ন, অন্ধ্র ও করপোরেশন ব্যাংক। এলাহাবাদ ব্যাংকের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে ইন্ডিয়ান ব্যাংক।

ই-অগ্রনী দর্পণ

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ডিসেম্বর ২০১৯

বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট থেকে ব্যাংকিং সুবিধা এবং অন্যান্য সুবিধা সমূহ

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মাধ্যমে বাংলাদেশ ২০১৮ সালে বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসেবে মহাকাশে সফলভাবে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের অনন্য কীর্তি অর্জন করেছে। বাংলাদেশের প্রযুক্তির আঙ্গিনায় এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়েছে। বিষয়টি বাঙালি জাতির গর্ব ও আত্মমর্যাদার অংশ। এতে দেশ হয়েছে অভিজাত মহাকাশ ক্লাবের গর্বিত সদস্য। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন রাঙামাটির বেতবুনিয়ায় প্রথম ভূ- উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপন করেন । এটিতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ছিল শুধু সাধারণ ব্যবহারকারী হিসেবে। সেখান থেকেই নিজস্ব স্যাটেলাইট অর্জনের ভিত রচিত হয়। এ স্যাটেলাইটের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের জীবনযাত্রা ও অর্থনীতির পালে নতুন হাওয়া লাগবে । বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ বাংলাদেশের প্রযুক্তি খাতসহ সার্বিক অর্থনীতিতে ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

এক নজরে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ১

- ধরণ : এটি একটি যোগাযোগ ও সম্প্রচার স্যাটেলাইট।
- উৎক্ষেপণ কাল : ১২ মে ২০১৮ রাত ২টা ১৪ মি.।
- উৎক্ষেপণের স্থান : কেনেডি স্পেস সেন্টার, যুক্তরাষ্ট্র।
- নির্মাতা : থ্যালাস অ্যালেনিয়া স্পেস, ফ্রান্স ।
- লঞ্চ অপারেটর ও সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান : মহাকাশ প্রযুক্তি সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান স্পেস এক্স, যুক্তরাষ্ট্র।
- রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা : বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড - বিসিএসসিএল ।
- কক্ষপথ : ১১৯.১ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমা।
- অতিক্রান্ত পথ : ৩৫,৮০০ কিলোমিটার ।
- ফুটপ্রিন্ট বা কভারেজ : বাংলাদেশ ও তার অন্তর্ভুক্ত বঙ্গোপসাগর এরিয়া, ভারত, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ও তার অন্তর্ভুক্ত দ্বীপসমূহ এবং ফিলিপাইন ও তার অন্তর্ভুক্ত দ্বীপ সমূহ।
- প্রধান কেন্দ্র : তালিবাবাদ,গাজীপুর।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ১ থেকে সেবাসমূহ

- দেশের টেলিভিশন চ্যানেলগুলো বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর ব্যবহার শুরু করেছে।
- ক্যাবল ছাড়া ছোট একটা এন্টেনা দিয়ে 'ডিরেক্ট টু হোম' (ডিটিএইচ) সেবার মাধ্যমে টিভি দেখা যাবে ।
- স্যাটেলাইট চ্যানেলের সক্ষমতা বিক্রি করে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হবে ।
- দেশের পাহাড়ি অঞ্চল, চরাঞ্চল ও দ্বীপেও ইন্টারনেট সুবিধা পাওয়া যাবে।
- দুর্গত এলাকায় নিরবচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা চালু থাকবে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আগাম সতর্ক বার্তা পৌঁছে দেয়া যাবে।
- প্রত্যন্ত অঞ্চলে ইন্টারনেট ও ব্যাংকিং সেবা পাওয়া যাবে।
- দূরের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না গিয়েও কাংখিত প্রফেসরের ক্লাস ই-লার্নিং বা ই-এডুকেশন পদ্ধতিতে ঘরে বসে লাভ করা যাবে।
- টেলিমেডিসিন ব্যবস্থার প্রসার হবে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের রোগীরা সরাসরি বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চেম্বারে না গিয়েও টেস্ট রিপোর্ট, এক্সরে-ইমেজ ইত্যাদির তথ্য ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেয়ার করে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করতে পারবে ।
- যেসব স্থানে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন করা সম্ভব নয় অথবা রেডিও ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক নেই, সেসব জল ও স্থলসীমায় নিরবচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ ও সম্প্রচার সেবা প্রদান করা যাবে।
- ঝড়, বন্যা বা ভূমিকম্পে টেলিযোগাযোগে ব্যবহৃত অপটিক্যাল ফাইবার নেটওয়ার্ক বা ট্রান্সমিশন টাওয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হলেও স্যাটেলাইট দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রাখা সম্ভব হবে।
- স্যাটেলাইটের VSAT নেটওয়ার্ক দিয়ে কোন প্রতিষ্ঠান তার নিজস্ব সুরক্ষিত নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারবে।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ১ থেকে প্রাপ্ত ব্যাংকিং সুবিধা সমূহ

- অনলাইন ব্যাংকিং লেনদেনের সাইবার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার হবে।
- ইত্যেমধ্যে সোনালী ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক ও ডাচ বাংলা ব্যাংক বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট থেকে সেবা গ্রহণের জন্য অগ্রসর হচ্ছে।
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া ডেডিকেটেড ব্যান্ডউইথ দিয়ে ইন্টারনেট ব্যবস্থা পরিচালিত হলে সাইবার হামলার ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যাবে।
- এটিএম সেবাতে স্যাটেলাইট ব্যবহার হলে এটি সাইবার হামলা থেকে নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন থাকবে। এ কারণেই ব্যাংকিং খাত স্যাটেলাইট পদ্ধতির ব্যবহার বেশি পছন্দ করবে।
- এটিএম বুথের জন্য স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দ্রুত, নিরবচ্ছিন্ন ও নিরাপদ ইন্টারনেটের ব্যবহার ও উন্নত ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করবে।
- বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রায় ৭ হাজার এটিএম বুথ বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এর সাথে যুক্ত হচ্ছে, যা আরও উন্নত ব্যাংকিং সেবা দিবে ।
- পর্যায়ক্রমে দেশের সকল এটিএম বুথ কোনো ধরণের ব্রড ব্যান্ড সংযোগ ছাড়াই এই স্যাটেলাইটের আওতায় আনা হবে।

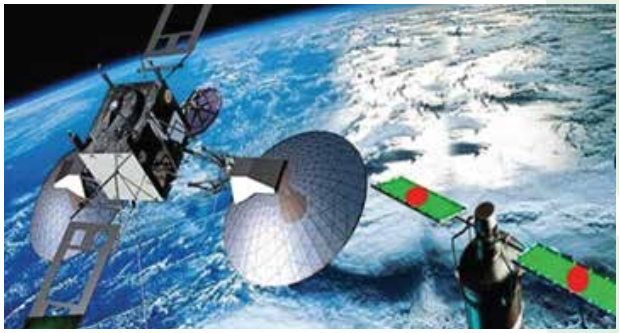

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের এসব সুবিধা নিশ্চিত করতে হলে দরকার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা। আর এ ক্ষেত্রে প্রথম উদ্যোগটি সরকারকেই নিতে হবে। স্যাটেলাইটের নিয়ন্ত্রণ ও বিপণনের কাজটি করতে হবে উৎকর্ষতার সঙ্গে। এ ক্ষেত্রে বেসরকারি খাতকে দক্ষতার সঙ্গে কাজে লাগাতে হবে। উৎক্ষেপণের পর মুহূর্ত থেকে এ স্যাটেলাইটের মেয়াদ থাকবে মাত্র ১৫ বছর। অযথা সময়ক্ষেপণ না করে স্যাটেলাইট থেকে ব্যাংকিং সুবিধাগুলো গ্রহণে অগ্রণীসহ দেশের ব্যাংকগুলোকে দ্রুততার সাথে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে ।

গ্রন্থনা- মো. সোহান মন্ডল, পিও

অগ্রগামী অগ্রণী ব্যাংক

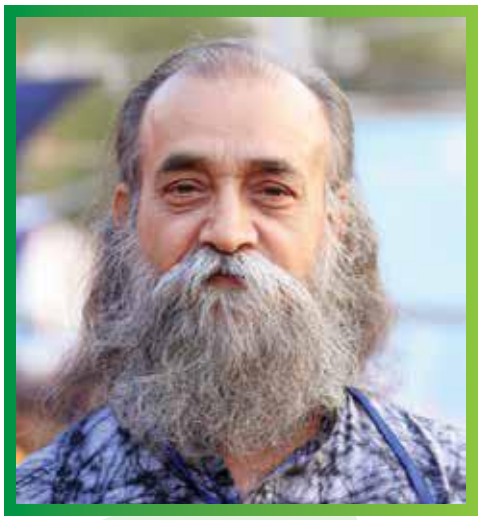

অগ্রগামী অগ্রণী ব্যাংক

অসীম সাহা

অগ্রগামী অগ্রণী ব্যাংক, সবার চেয়ে ভালো,
সেবার মানে সবার ঘরে জ্বালছে শুধু আলো।
সবচে' সফল ব্যাংকটি তাদের, সবার উচ্চে স্থান,
এই দেশেরই উন্নয়নে রাখছে অবদান।
ধাপে ধাপে সামনে চলে, এক নম্বর র‍্যাংক,
নামেই শুধু অগ্রণী নয়, কাজেও সেরা ব্যাংক।

(কবি অসীম সাহা একুশে পদকপ্রাপ্ত বাংলাদেশের একজন বরেণ্য কবি। তিনি একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক এবং সমালোচক। প্রেম, বিরহ, দেশপ্রেম, দ্রোহ, প্রকৃতি ও পুরাণের অভিব্যক্তি তার লেখায় শাণিত হয়ে ফুটে ওঠে।
তিনি একদিন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এর কক্ষে আসেন। তাৎক্ষণিক অনুরোধের প্রেক্ষিতে তিনি বঙ্গবন্ধু কর্ণার : নন্দিত উদ্ভাবন শীর্ষক বইটির ভাষা সম্পাদনা করেন। মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এর উদ্ভাবনী চিন্তা এবং সৌহার্দে মুগ্ধ হয়ে তিনি অগ্রণী ব্যাংকের ওপর এই চমৎকার ছড়াটি রচনা করেন।)

বঙ্গবন্ধুর গান

বঙ্গবন্ধু মানে বাংলাদেশ, বাঙালির বিশ্বাস
বঙ্গবন্ধু মানে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের ইতিহাস।
বঙ্গবন্ধু মানে ভাষার লড়াইয়ে কথার অধিকার
বঙ্গবন্ধু মানে ছয় দফায় বাঙালির স্বাধীকার।
বঙ্গবন্ধু মানে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান
বঙ্গবন্ধু মানে শ্রেষ্ঠ বাঙালি জয় বাংলার গান।
বঙ্গবন্ধু মানে বাঙালি গণরায়, সত্তরের নির্বাচন
বঙ্গবন্ধু মানে উত্তাল মার্চের জ্বালাময়ী ভাষণ।
বঙ্গবন্ধু মানে নয় মাস নয় দিন স্বাধীনতার যুদ্ধ
বঙ্গবন্ধু মানে নির্ভীক বাঙালি পিতাহারা সংক্ষুব্ধ।
বঙ্গবন্ধু মানে পনেরই আগস্ট পঁচাত্তরের কালো রাত
বঙ্গবন্ধু মানে বুলেটবিদ্ধ বুকে হায়েনার রাঙা হাত।
বঙ্গবন্ধু মানে সোনার বাংলাদেশ মাছে ভাতে বাঙালির
বঙ্গবন্ধু মানে রক্ত ঋণে বাঁধা তিরিশ লক্ষ বীর।
বঙ্গবন্ধু মানে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান
বঙ্গবন্ধু আমার আকাশ বাতাস নদী জলে বহমান।

সাজ্জাদ খান
ব্যবস্থাপক/পিও, দুর্গাপুর শাখা, নেত্রকোণা

দেখা হবে অগ্রণী ব্যাংকেই আবার!

সোনার বাংলার নানা সবুজ চত্বর থেকে
অগ্রণীর আঙিনায় হয়েছি আমরা জড়ো,
নিয়েছি শপথ আমরা-
দেশ ও জাতির সেবায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয়ের ফসল
অগ্রণী ব্যাংক আমার,
সুষম অর্থনীতির বিকাশে
দৃঢ় প্রত্যয় আমাদের অন্তরে সবার।
দেশের উন্নয়ন, অগ্রগতির পথে
আমরাও হবো অংশীদার,
অগ্রণী ব্যাংকের সাথে ব্যাংকিং করে-
এখনই সময় আপনারও এগিয়ে যাবার।
বাংলাদেশ হবে উন্নত দেশ একদিন নিশ্চয়,
অগ্রণী ব্যাংকই হবে অগ্রণী সবার।
আপনারই সেবায় বন্ধু আমরা সদা প্রস্তুত,
কথা হবে, দেখা হবে অগ্রণী ব্যাংকেই আবার।

সাকিব জামাল
পিও, সেন্ট্রাল এ্যাকাউন্টস ডিভিশন

রেহাই

যত আয়োজন করেই তুমি মৃত্যুর পরোয়ানা হাতে নিয়ে
আমার কাছে আসো না কেন
আমি আমার দুধের বাচ্চাকে
এই পৃথিবীতে একলা ফেলে
কোথাও যাবো না
এই রকম কথা শুনেও যমদূত
একটুও কালক্ষেপণ না করে
তার কাজটুকু সেরে ফেলে
কাজের ব্যাপারে যমদূতের এমন দৃঢ়তাই একজন নবজাতককে এক নিমেষেই মাতৃহারা করে দেয়
এই ঘটনায় মাতৃদুগ্ধ তাকে
অভিশাপ দিয়েছিলো কিনা
আমাদের কারোর পক্ষে সে খবর রাখা সম্ভব হয়নি
তবে একজন শতবর্ষী শুভ্রকেশ বালক একবার আকুতি করেই তাকে বলেছিলো
কেমন করে যাই, বড্ড মায়া পড়ে গেছে.....
তারও আগের ঘটনা, এক যুবতীকে তার বিয়ের রাতে সাপে কাটলো
একটা রাত প্রেমিকের হাত ধরে ছটফট করার সাধ ছিলো মেয়েটির
যমদূতের তখনও সময় নষ্ট করার মতো সময় ছিলো না, এখনও নেই
কারণ কয়েক হাজার বছর আগে ঈশ্বর নাকি তাকে বলেছিলেন
যদি সে তার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে যেতে থাকে
তবেই একদিন এই কুৎসিত কাজ থেকে, তাকে রেহাই দেওয়া হবে

হোসনে আরা জাহান
পিও, শাহজাদপুর শাখা, সিরাজগঞ্জ

ইচ্ছে-মানুষ

আমি ঠিক কবে মারা গিয়েছিলাম? কতবার?
সে কথা এখন আর মনে পড়ে না,
ঠিক কবে প্রথমবারের মত মৃত্যু হল-
সেটাও বলতে হবে অনেক ভেবে,
যেদিন জানলাম বেঁচে থাকাটা কেবল-ই পুনরাবৃত্তি?
নাকি যেদিন ঘুম ভেঙে বুঝতে পারিনি একি সকাল নাকি সন্ধ্যা?
সত্য জানবার জন্য কেবল অপেক্ষাই যথেষ্ট নয়
এমনকি ব্যক্তিগত দুঃখ কবিতার কাছে সঁপে দেয়া পাপ
আর ভুলে গেলে নির্বাণ।
আমি এখনো ঘুমুতে যাবার আগে-
একবার দরজায় চোখ রাখি
আমি প্রথম মৃত্যুর কথা জানি না
আমি শেষ মৃত্যুর আগে
আমার প্রথম কবিতাটি লিখে যেতে চাই!

মাহমুদুল হক ইফতি
পিও, স্পেশাল স্টাডি সেল

অনুগল্প

তুলনা

একবার কাকদের এক পঞ্চায়েতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, "কোকিল যেহেতু কাকের বাসায় ডিম পাড়ে সেহেতু কোকিলকে তো আর এভাবে এমনি এমনি ছেড়ে দেয়া যায় না; তাই এখন থেকে কাকও কোকিলের ডাক শিখবে।"

সবাই মেনে নিলো। কাক বুঝে গেছে কেউ তাদের কণ্ঠ পছন্দ করে না। তাদের কণ্ঠ কর্কশ। সবাই ধুর ধুর করে। কেউ কোকিলের ডাকের মতো এতটা উদাসী হয়ে তাদের ডাক তো শোনেই না তার উপর ডাক শুনলে বিরক্ত হয়।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, কোকিল যখন ডিম পাড়তে আসবে তখন কৌশলে কোকিলের কাছ থেকে ডাক শিখে নেবে। নয়ত তাদের বাসায় কোকিলের ডিম পাড়তে দেবে না।

একদিন এক কোকিল হুড়মুড় করে কাকের বাসায় ঢুকে গেলো। কাকের দল নজর রাখছিলো খুব। এদিকে কোকিলের প্রসব বেদনা প্রকট আকার ধারণ করেছে। কোকিল যেকোনো কিছুর বিনিময়ে কাকদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলো।

কোকিল রোজ কাকদের তালিম দেয়। কাক ডাকে। তবে কোকিলের ডাকের মতো হয় না। ওদিকে কোকিলের ডিম ফুঁটে বাচ্চা বের হয় কিন্তু কাকেরা একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারেনি। যতই তারা "কুহু কুহু" বলতে চায়, ততই তারা "কা কা" ডাকে মাতিয়ে তুলে চারপাশ।

দেখতে দেখতে বাচ্চা বড় হয়ে যায়। উড়তে শিখে। কোকিল তখন ভারমুক্ত। কিন্তু কাকদের ডাক শেখা হয়নি তখনও।

কোকিলের এখন ফিরে যাওয়ার পালা। যাবার আগে কাকদের উদ্দেশ্য বলে, "যা ঘটার তা ঘটবে। কাকের বাসায় কোকিল ডিম পাড়লেই যে কাকও কোকিলের মতো ডাকতে পারবে, তা নয়। কাক যেমন যত্ন করে বাসা বাঁধতে পারে কোকিল তো তেমন করে পারে না। এটা কোকিল স্বীকার করে। সত্য স্বীকারে কোনো হীনতা আসে না। হীনতা আসে তুলনায়।"

মফিজুল হক
এসপিও, রিকনসিলিয়েশন ডিভিশন

কৌতুক

ব্যাংক ডাকাত

ইটালির এক ব্যাংক ডাকাত নামকরা ব্যাংক ডাকাতের দলে যোগ দিতে গেল। মাইক তার ব্যাংক ডাকাতির সবকিছু শুনে বলল, তুমি তো অনেক বড় বড় ব্যাংক ডাকাতি করেছ। ধরাও পড় নি কখনো। কিন্তু তুমি সাউথ সাইড লিবার্টি ব্যাংকে কোনদিন ডাকাতি কর নি কেন?
-ওই ব্যাংকেই তো আমার ডাকাতির সব টাকা জমা আছে।

সই নকল

সর্দারজি হন্তদন্ত হয়ে ঢুকলেন ব্যাংকে। কর্মকর্তাকে বললেন, 'আমার এখনই টাকা তোলা দরকার। কিন্তু আমি প্রায় এক মাস আগে আমার চেকবই হারিয়ে ফেলেছি।'
কর্মকর্তা: এত দিন আগে চেকবই হারিয়েছেন, আর এখন এ কথা বলছেন? কেউ যদি আপনার সই নকল করে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে ফেলে?
সর্দারজি: আমাকে কি এত বুদ্ধু ভেবেছেন? সই যাতে নকল করতে না পারে, সে ব্যবস্থা আমি আগেই করে রেখেছি। চেকবইয়ের সব পাতায় সই করে রেখেছি।

ব্যাংক ঋণে বিয়ে

ব্যাংক কর্মকর্তাকে বলছেন করিম মিয়া, আমি ১০ লাখ টাকা ঋণ নিতে চাই।
কর্মকর্তা: কী উদ্দেশ্যে ঋণ নেবেন?
করিম: এই টাকা দিয়ে আমি গাড়ি কিনব।
কর্মকর্তা: ঠিক আছে, আমি ব্যবস্থা করছি। তবে আগেই বলে রাখি, আপনি যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে টাকা ফেরত দিতে না পারেন, ব্যাংক কিন্তু আপনার গাড়ি নিয়ে নেবে।
করিম: ইশ্! আগে বলবেন না? আগে জানলে আমি ব্যাংক ঋণ নিয়ে বিয়ে করতাম!

ব্যাংকের পাওনা টাকা আদায়

ব্যাংকে চাকরির জন্য আবেদন করেছে জসিম। তাকে পরীক্ষা করার জন্য ব্যাংকের বড় কর্তা একটা ছোট্ট কাজ দিলেন। বললেন, 'কবির সাহেব আমাদের ব্যাংক থেকে মোটা অঙ্কের টাকা ঋণ নিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে আমরা তাঁর পেছনে লেগে আছি, কিন্তু তিনি আমাদের টাকা পরিশোধ করছেন না। পারো তো তাঁর কাছ থেকে আমাদের পাওনা টাকা উদ্ধার করে নিয়ে এসো।'
পরদিনই পুরো পাওনা টাকা উদ্ধার করে হাজির জসিম। বড় কর্তার চক্ষু তো ছানাবড়া!
কর্তা বললেন, 'আশ্চর্য! আমরা এত দিন ধরে পারলাম না, আর তুমি এক দিনেই টাকা আদায় করে ফেললে! কীভাবে পারলে?'
জসিম বলল, 'সহজ! তাঁকে বললাম, হয় আপনি আমাদের টাকা পরিশোধ করুন, নয়তো আপনার সব পাওনাদারের কাছে গিয়ে বলব, আপনি আমাদের টাকা পরিশোধ করে দিয়েছেন!'

সংগ্রাহক- মো. সোহান মন্ডল, পিও

এবিসিজেড

ব্যাংকে অনলাইনের জোয়ার আসার পূর্বে টিটি পাঠানো ও গ্রহণ করার যন্ত্রণা সহ্য করতে হতো। শাখা পর্যায়ে টিটির কাজের জন্য সারাক্ষণ ফোনের পাশে কাউকে না কাউকে উপস্থিত থাকা লাগত। বিভিন্ন সংকেত মিলিয়ে নিশ্চিত হতে হয় টাকা পাঠানোটা সঠিক ছিল কিনা। সংকেত মিলানোর শুরুর অংশটা ছিল এ-বি-সি-জেড। অল্প টাকার ক্ষেত্রে এ-বি-সি-জেড মিলিয়ে দেয়া গেলেও টাকা বড় অংকের হলে সেটা করার সুযোগ নেই, আরও কিছু ধাপ মিলিয়ে নিতে হয়। ব্যাংকের চাকুরি কিছুকিছু ক্ষেত্রে খুব নির্মম। সামান্য ভুলে হয় অর্থদন্ড দেওয়া লাগে অথবা জেল পর্যন্ত যাওয়া লাগে। সেসময় কোন এক শাখার টিটি অফিসারের কথা শোনা গিয়েছিল। তার সহধর্মিনী নাকি একদিন শাখায় এসে জিজ্ঞেস করে গেছেন এ-বি-সি-জেড জিনিসটা কি? বাসায় ঘুমের মধ্যেও নাকি তার স্বামী বলতে থাকেন এ-বি-সি-জেড, এ-বি-সি-জেড। ভদ্রমহিলা স্বামীকে কী সন্দেহ করেছিলেন জানা না গেলেও শাখায় প্রতিদিন ৩০০ এ-বি-সি-জেড সেই কর্মকর্তার মিলাতে হয় সেটা তাকে বোঝানো হয়েছিল।

পাসওয়ার্ড

ব্যাংক অটোমেশন হয়ে যাওয়ার পর অনলাইন রেজিস্টার পরিপালন করতে হতো প্রতি শাখায়। গুরুত্বপূর্ণ নোটিশ শাখায় প্রকাশ্য কোন জায়গায় টানিয়ে রাখতে হবে। এইসব দিক-নির্দেশনা ঠিকভাবে পরিপালন হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণে আইটি ডিভিশন থেকে কর্মকর্তাগণ মাঝে মাঝেই বিভিন্ন শাখায় যাওয়া আসা করতেন। একবার এক শাখায় গিয়ে দেখা গেলো অনেক কিছুই ঠিক নেই, তাই কড়া ভাষায় মৌখিক নির্দেশনা দেওয়া হলো। তিনমাস পর আবার যাওয়া হল শাখা ব্যবস্থাপক সবকিছু ঠিকমত পালন করছে কিনা তা দেখতে। এবার আর শুধু নিরাশ হওয়া লাগে নাই তবে আতংকগ্রস্থ হওয়া লেগেছে। শাখা ব্যবস্থাপক মহা আগ্রহ নিয়ে বলছেন, সব টানিয়ে রেখেছি স্যার, এই দেখেন নোটিশ বোর্ডে সবার ইউজারনেম আর পাসওয়ার্ড, একেবারে পদের ক্রমানুসারে। আই রেসপেক্ট সিনিওরিটি।

বলে রাখা ভাল, যেকোন কর্মকর্তার জন্য তার অনলাইন আইডির পাসওয়ার্ড গোপন রাখা তার নিজের চাকুরি আর ব্যাংকের নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য বিষয়।

গ্রাহক সেবা এবং কর্মকর্তার বেল্ট

ব্যাংকে গ্রাহক-কর্মকর্তা সম্পর্ক সচেতনভাবে পরিচালনা করতে হয়। ব্যাংকিং লেনদেনের সময় চারটা পর্যন্ত হলেও মাঝে মাঝে এর বাইরে গিয়েও সেবা দিতে হয়। কোন এক গ্রাহক চারটার পরে এসে যদি কোন সেবা চায় বিশেষ ক্ষেত্রে তাকে সেবা দিলে ব্যাংকের যেমন সুনাম হয়, তেমনি একজনের উপকারেও আসা যায়। সেরকম এক উপকারে আসার দিন গ্রাহক শাখা হতে বেশ সন্তুষ্টচিত্তে চলে গেল। সমস্যা ছিল একটাই, সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা কোন এক কারণে সেদিন বেল্ট পরিধান করতে ভুলে গেছেন। ঢিলা প্যান্ট মাঝে মাঝেই কোমরে হাত দিয়ে তাকে ঠিকঠাক করতে হয়েছিল।

৩-৪ মাস পরের ঘটনা। ততদিনে ঐ কর্মকর্তা কর্তৃপক্ষের নির্দেশনায় অন্য শাখায় বদলী হয়েছেন। পুরানো সেই গ্রাহক এসে হাজির। এবারও তিনি কাংক্ষিত সেবা পেয়েছেন কিন্তু আগের সেই কর্মকর্তার খোঁজও করছেন।

আচ্ছা ওই স্যারটা কই, কি সুন্দর ঐ দিন সেবা দিল? আচার ব্যবহারও খুব ভাল।

বর্তমান কর্মকর্তারা কেউ বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করছেন- কার কথা বলেন?

আরে ওই যে ঐখানে বসতো যে? গ্রাহক ঐ কর্মকর্তার চেয়ারের দিকে ইঙ্গিত করে বলল।

সবাই এদিক সেদিক চেয়েও বুঝলনা কার কথা আসলে বলা হচ্ছে! পরে গ্রাহক বলেন, আরে বার বার প্যান্ট নিচে নেমে যায় আবার ঠিক করেন যে স্যারটা!! উনি কই?

উক্ত কর্মকর্তাকে বেল্ট ছাড়া আর কখনো দেখা যায়নি।

শান্তির কাছে যান (!!)

ব্যাংকে ক্যাশ ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার আছে। দিন শেষে যাতে ভল্ট লিমিটের বেশি টাকা না থাকে সেটা খেয়াল রাখতে হয়। আবার গ্রাহকদের ঠিকমত সেবা দেওয়ার বিষয় থাকে। ফস করে কোন গ্রাহক বলে না বসেন , টাকা দিতে পারেন না ব্যাংক খুলে বসেছেন কেন?

তো এক গ্রাহক শেষ মুহূর্তে বড় অংকের চেক দেয়াতে শাখায় একবার ঝামেলা হল। কাংক্ষিত ক্যাশ না পেয়ে গ্রাহক উচ্চ স্বরে কথা বলা শুরু করলে শাখা ব্যবস্থাপক বললেন, ভাই আপনি একটু শান্তির সাথে কথা বলেন।

কিছুক্ষণ পর দেখা গেল সেই গ্রাহক এক মহিলা কর্মকর্তার সাথে কথা বলছেন। মহিলা কর্মকর্তা বলেন, জ্বি আমি তো আসলে ক্যাশ বিভাগের না, আপনি কি নিশ্চিত যে ম্যানেজার স্যার আমার সাথে কথা বলতে বলেছেন?

গ্রাহক বলে, কেন আপনার নাম কি শান্তি ম্যাডাম না? পুরা নাম শান্তি দত্ত? ঠিক কিনা? আমি সব খবর রাখি।

ব্যবস্থাপক এসে গ্রাহককে বলেন, আরে ভাই শান্তির সাথে কথা বলেন মানে আপনি উত্তেজিত হইয়েন না সে কথা বলেছি। শান্তি ম্যাডামের সাথে কথা বলতে বলি নাই। আপনার টাকার ব্যবস্থা হয়েছে। পাশের শাখা থেকে এনে দিয়েছি। এখন শান্তি বজায় রাখুন। এব্যাপারে শান্তি ম্যাডামের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

রচয়িতা- রাসয়াত রহমান জিকো
পিও , ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্রেডিট ডিভিশন

ই-অগ্রণী দর্পণ

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ডিসেম্বর ২০১৯

স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া

অগ্রণী ব্যাংকে তায়কোয়নদো টিম গঠন ও স্বর্ণপদক অর্জন

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর এমডি ও সিইও মহোদয়ের হাতে ১০ম জাতীয় আইটিএফ- তায়কোয়নদো প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়ন ট্রফি তুলে দিচ্ছেন অগ্রণী ব্যাংক মহিলা চ্যাম্পিয়ন দল

তায়কোয়নদো হচ্ছে একটি মানসিক ও মেধা বিকাশের খেলা। এই খেলার মাধ্যমে বিজ্ঞানভিত্তিক বাস্তবধর্মী আত্মরক্ষার কলাকৌশল, শিষ্টাচার, নিয়মানুবর্তিতা, সততা, অধ্যবসায়, আত্মনিয়ন্ত্রণসহ আত্মিক ও দৈহিক উৎকর্ষ সাধন হয়। মানব শরীরের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, ডায়াবেটিস, আর্থারাইটিস ও ব্লাড প্রেসার নিয়ন্ত্রণ, ওজন হ্রাস, ফ্যাট রিডিউস ও বিভিন্ন রোগ থেকে সুস্থ রাখার জন্য তায়কোয়নদো একটি উপকারী খেলা। দৈহিক ও মানসিক সুস্থতা এবং আত্মরক্ষার জন্য তায়কোয়নদো মার্শাল আর্ট বিশ্বে জনপ্রিয় ও গ্রহণযোগ্য। এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিশ্বের প্রায় সকল দেশই তায়কোয়নদো চর্চার পাশাপাশি চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে।

৯ম জাতীয় আইটিএফ- তায়কোয়নদো প্রতিযোগিতায় অগ্রণী ব্যাংক মহিলা চ্যাম্পিয়ন দল

৯ম জাতীয় আইটিএফ তায়কোয়নদো চ্যাম্পিয়নশিপ-২০১৭			
অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		স্বর্ণ	রৌপ্য
পুরুষ	২	২	

ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মহোদয়ের অনুপ্রেরণায় ২০১৭ সালে অগ্রণী ব্যাংকে তায়কোয়নদো মহিলা টিম গঠন করা হয় এবং এদের অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়। ৯ম জাতীয় আইটিএফ তায়কোয়নদো চ্যাম্পিয়নশিপ-২০১৭ এ পুরুষ এবং ৪র্থ বাংলাদেশ কাপ তায়কোয়নদো চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৭ তে অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড -এর পক্ষ থেকে পুরুষ ও মহিলা দল অংশগ্রহণ করে। ৫টি ইভেন্টের মধ্যে ২টি ইভেন্টে ২টি স্বর্ণপদক অর্জন করায় অগ্রণী ব্যাংক মহিলা দল চ্যাম্পিয়ন হয় এবং নিম্নরূপ ফলাফল অর্জন করে।

৪র্থ বাংলাদেশ কাপ তায়কোয়নদো চ্যাম্পিয়নশিপ-২০১৭			
অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		স্বর্ণ	রৌপ্য
পুরুষ	২	১	১
মহিলা	২	২	

মিরপুর ইনডোর স্টেডিয়ামে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৯ম জাতীয় আইটিএফ তায়কোয়নদো চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৭ ও ১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে ৪র্থ বাংলাদেশ কাপ তায়কোয়নদো চ্যাম্পিয়নশিপ ২০১৭ প্রতিযোগিতায় ট্রেজারি ডিভিশনের প্রিন্সিপাল অফিসার এ এস এম তাহমিদুল হক ব্যাংকের খেলোয়াড় হিসেবে ৯২+ কেজিতে অংশগ্রহণ করেন এবং উভয় টুর্নামেন্টে স্বর্ণপদক অর্জন করেন।

১০ম জাতীয় আইটিএফ তায়কোয়নদো চ্যাম্পয়িনশিপ২০১৮ এ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের মধ্যে একমাত্র অগ্রণী ব্যাংকের পক্ষ থেকে মহিলা দল অংশগ্রহণ করে নিম্নরূপ ফলাফল অর্জন করে। ৯টি ইভেন্টের মধ্যে ৫টি স্বর্ণপদক অর্জন করায় অগ্রণী ব্যাংক মহিলা দল চ্যাম্পিয়ন হয়।

১০ম জাতীয় আইটিএফ তায়কোয়নদো চ্যাম্পিয়নশীপ-২০১৮			
অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা		স্বর্ণ	রৌপ্য
মহিলা	৯	৫	৪

ঢাকা প্রথম বিভাগ টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০১৯-২০২০ চ্যাম্পিয়ন অগ্রণী ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব

ঢাকা প্রথম বিভাগ টি-২০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ২০১৯-২০২০ এ অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন অগ্রণী ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব। অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এর হাতে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি হস্তান্তর করছেন অগ্রণী ব্যাংকের ক্রিকেট ক্লাব এর সাধারণ সম্পাদক ও মহাব্যবস্থাপক এ এম আবিদ হোসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ইউসুফ আলী, মো. আনিসুর রহমান, মো. রফিকুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ, এক্সিকিউটিভ ফোরাম, অফিসার সমিতি, সিবিএ-র নেত্রীবৃন্দ সহ অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড ক্রিকেট ক্লাব এর ম্যানেজার এবং সিবিএ সভাপতি খন্দকার নজরুল ইসলাম ।

ব্যাংকের কর্পোরেট স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচী

গত ৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে প্রধান শাখায় আয়োজিত কর্পোরেট স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচী উদ্বোধন করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন চিফ মেডিকেল অফিসার ডা. ইন্দিরা চৌধুরী এবং মেডিকেল অফিসার ডা. শিব শ্রেষ্ঠ বিশ্বাস। তাদের সঙ্গে উপবিষ্ট আছেন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকবৃন্দ। সভায় ব্যাপক সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন । সভায় ডা. ইন্দিরা চৌধুরী এবং ডা. শিবশ্রেষ্ঠ বিশ্বাস স্বাস্থ্য সুরক্ষার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোকপাত করেন। তারা উভয়ে উপস্থিত দর্শকদের স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যা ও প্রশ্নের তাৎক্ষণিক সমাধান ও উত্তর প্রদান করেন ।

ই-অগ্রণী দর্পণ

১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ডিসেম্বর ২০১৯

ফটো গ্যালারি

ফটো গ্যালারি

মাননীয় অর্থমন্ত্রী আ হ ম মোস্তফা কামাল এমপি-কে ফুলেল সংবর্ধনা জানাচ্ছেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান এবং এমডি

অঞ্চল ও কর্পোরেট শাখাপ্রধান সম্মেলন-২০১৯ এর ফটোসেশনে মাননীয় প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথিসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

মাননীয় অর্থমন্ত্রীর হাত থেকে রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৮ গ্রহণ করছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

ফটো গ্যালারি

বিদ্যুৎ ও জ্বালানী প্রতিমন্ত্রী এ্যাড. নসরুল হামিদ বিপু, এমপি -এর সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত। এ সময় ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্‌-উল ইসলাম, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমান, মহাব্যবস্থাপক, উপ-মহাব্যবস্থাপকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সিনিয়র সেক্রেটারি হিসেবে পদোন্নতি পাওয়ায় মো. আসাদুল ইসলামকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্‌-উল ইসলাম এর ফুলেল শুভেচ্ছা

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর করছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্‌-উল ইসলাম। এ সময় পর্ষদের চেয়ারম্যান ড. জায়েদ বখ্‌ত উপস্থিত ছিলেন।

ফটো গ্যালারি

টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সমাধিতে অগ্রণী ব্যাংকের পক্ষে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম এবং অন্যান্যরা

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এবং এসিআই লিমিটেড এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত

বঙ্গবন্ধু কর্নার-এ পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান, পরিচালকবৃন্দ, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও সহ একজন অতিথি

ফটো গ্যালারি

গোহালাবাজার, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ-এ অগ্রণী দুয়ার ব্যাংকিং এর উদ্বোধন করছেন মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর মাজার জিয়ারত করছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও মোহম্মদ শামস্-উল ইসলামসহ অন্যরা

বিজিএমইএ-এর প্রথম নারী সভাপতি ড. রুবানা হক এর নিকট ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও কর্তৃক বঙ্গবন্ধু কর্ণার: নন্দিত উদ্ভাবন শীর্ষক বইটি প্রদান। পাশে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আনিসুর রহমান

ফটো গ্যালারি

মহান বিজয় দিবস-২০১৯ এ জাতীয় স্মৃতিসৌধে বীর শহিদদের প্রতি অগ্রণী পরিবারের শ্রদ্ধাঞ্জলি

অগ্রণী ব্যাংকে বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষ্যে ব্যাংকের নারী সদস্যদের নিয়ে কেক কাটছেন এমডি এবং সিইও

অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড এবং বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

ফটো গ্যালারি

অগ্রণী ব্যাংকের পক্ষ থেকে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও

অগ্রণী ব্যাংক তায়কোয়নদো টিমের সাথে এক ফটোসেশনে ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং সিইও

চট্টগ্রামে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মোহম্মদ শামস্-উল ইসলাম